বার্সেলোনায় জনপ্রিয় নামের তালিকায় ‘মুহাম্মদ’

সারে-জমিন

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা বেহাল হওয়ায় বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

ভারতের কি ‘হিট লিস্ট’ আছে

সম্পাদকীয়

পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে বামেদের ইনসাফ যাত্রা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৪ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

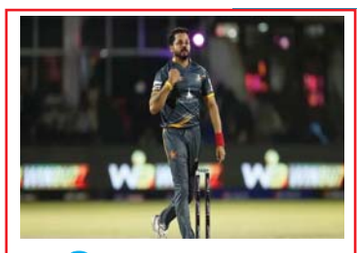

গম্ভীরের সমালোচনা করে ভিডিও, আইনি নোটিশ পেলেন শ্রীশান্ত

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 331 ■ Daily APONZONE ■ 9 December 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মহুয়ার বহিষ্কার সংসদের জন্য ‘কালো দিন’: সিপিআইএম

আপনজন ডেস্ক: সিপিআই (এম) শুক্রবার দাবি করেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার সংসদের জন্য একটি “কালো দিন”।
সিপিআই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী মৈত্রের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপকে “অত্যধিক সক্রিয়তা” হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন যে এটি লোকসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহারের প্রদর্শন।
সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেন, “এটি সংসদের জন্য একটি কালো দিন। ‘ক্যাশ ফর কোয়েরি’ বিষয়ে নৈতিকতা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে লোকসভা মৈত্রকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করে।
এটিকে ‘অবিচার’ বলে দাবি করে চক্রবর্তী বলেন, মৈত্রকে অভিযোগকারী, বিজেপি লোকসভা সদস্য নিশিকান্ত দুবেকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।
ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানি স্বাক্ষরিত হলফনামায় দাবি করেছিলেন যে মৈত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে “অপমান ও বিব্রত” করার জন্য শিল্পপতি গৌতম আদানিকে টার্গেট করেছিলেন।
অন্যদের সঙ্গে পরিচয়পত্র ভাগাভাগি এবং এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপহার গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে লোকসভা তৃণমূল সাংসদকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করে শুক্রবার।

সাংসদ পদ খারিজ মহুয়ার

মমতা সহ মহুয়ার পাশে সোনিয়া, অধীরসহ ‘ইন্ডিয়া’ জোট

আপনজন ডেস্ক: নিজের পরিচয়পত্র অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করা এবং এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপহার গ্রহণের অভিযোগে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করল লোকসভা। মৈত্রকে কথা বলতে না দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের পরে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী “অনৈতিক আচরণের” জন্য তৃণমূল সদস্যকে বহিষ্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, যা কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়েছিল। লোকসভার স্পিকার জোশীর উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু করার সাথে সাথে সোনিয়া গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের সংসদ সদস্যরা হাউস থেকে ওয়াকআউট করেন।
এদিন সাংসদ এবং লোকসভায় তৃণমূল সংসদীয় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করেন, তাদের দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, যার বিরুদ্ধে নৈতিকতা কমিটি রায় দিয়েছে, তাকে কথা বলার এবং নিজেকে রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হোক। কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, এথিক্স প্যানেলের রিপোর্ট দেখার জন্য আমাদের ৩-৪ দিন সময় দিন। কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি প্রশ্ন তোলেন, এথিক্স প্যানেল কি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে?
যদিও মহুয়া মৈত্র নিয়ে এথিক্স প্যানেলের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য মাত্র ৩০ মিনিট সময় দেন স্পিকার। স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, যদি কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবে তা সংসদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য নিতে হবে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে এথিক্স প্যানেলের রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করে সরকার। হট্টগোলের জেরে দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি লোকসভা। তবে, ‘ক্যাশ ফর কোয়েরি’ অভিযোগে মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে লোকসভার এথিক্স কমিটি।
মহুয়া মৈত্র বিজেপিকে বললেন, ‘আগামী ৩০ বছর সংসদের ভিতরে ও বাইরে আপনাদের বিরুদ্ধে লড়বেন তিনি।
লোকসভা থেকে বহিষ্কারের কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের কাছে বিজেপিকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের “যথাযথ প্রক্রিয়া উপেক্ষা” করার জন্য এবং “আইনের প্রতিটি নীতির অপব্যবহার” করার জন্য সমালোচনা করেন। সপ্তদশ লোকসভার মেয়াদে শেষবারের মতো নতুন সংসদ ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন কংগ্রেস নেতা সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধিসহ বিরোধী ভারতীয় শিবিরের নেতারা।
লোকসভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর বহিষ্কৃত সংসদ সদস্য সাংবাদিকদের কাছে বলেন, কোথাও কোনো নগদ টাকা বা কোনো উপহারের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বহিষ্কারের সুপারিশটি কেবল মাত্র এই ভিত্তিতে যে আমি আমার লোকসভা পোর্টাললগইন শেয়ার করেছি তার উপর ভিত্তি করে। লগইন ভাগ করে নেওয়ার জন্য কোনও নিয়ম নেই। এথিক্স কমিটির শুনানিতে দেখা যায়, আমরা সবাই জনসাধারণের কাছ থেকে, নাগরিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন পেতে এবং সংসদে তা বলার জন্য কনভেয়ার বেল্ট।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মোদী সরকার যদি মনে করে যে আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে তারা আদানি ইস্যুর অবসান ঘটাতে চলেছে, তাহলে আমি আপনাদের বলতে চাই যে এই ক্যাঙ্গারু আদালত সমগ্র ভারতকে দেখিয়ে দিয়েছে যে আপনি যে তাড়াহুড়ো এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেছেন তা প্রমাণ করে মিঃ আদানি আপনার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একজন মহিলা সাংসদকে আত্মসমর্পণে বাধা দেওয়ার জন্য কতদূর যেতে পারেন।
মহুয়অ আরও বলেন, আগামীকাল সিবিআই আমার বাড়িতে পাঠানো হবে, আমি নিশ্চিত। আগামী ছয় মাস তারা আমাকে হয়রানি করবে। কিন্তু আমি জানতে চাই আদানির ১৩,০০০ কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে কী হবে, যা সিবিআই এবং ইডি দেখার জায়গা পায়নি।
আপনি আমাকে বলুন যে আমি একটি পোর্টাল লগইন দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে আপস করেছি? মিঃ আদানি আমাদের সমস্ত বন্দর, আমাদের সমস্ত বিমানবন্দর কিনছেন এবং তাঁর শেয়ারহোল্ডাররা বিদেশী পেশাদার বিনিয়োগকারী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাদের আমাদের সমস্ত অবকাঠামো কেনার ছাড়পত্র দিচ্ছে।
মহুয়অ অভিযোগ করেন, বিজেপির ৩০৩ জন সাংসদ রয়েছেন এবং একজন মুসলিমকে সংসদে পাঠাননি। ২০ কোটি মুসলমানের দেশে মাত্র ২৬ জন মুসলিম সাংসদের একজন দানিশ আলিকে বলেন সংসদে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুড়ি বলেছিলেন, ইয়ে ভাড়োয়া, ইয়ে কাটোয়া। কিন্তু এখনও তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।আপনি (বিজেপি) সংখ্যালঘুদের ঘৃণা করেন, আপনি মহিলাদের ঘৃণা করেন, আপনি নারী শক্তিকে ঘৃণা করেন এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (তাদের) পরিচালনা করতে পারেন না।
মহুয়া আরও বলেন, আমার বয়স এখন ৪৯ বছর। আমি আগামী ৩০ বছর সংসদের ভিতরে ও বাইরে, নর্দমায়, রাস্তায় আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।
সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন ‘আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই” বলে মহুয়া জানিয়ে দেন, আমরা আপনাদের শেষ দেখতে পাব।
এখানেই থেমে থাকেননি মহুয়া। দাপুটে এই তৃণমূল সাংসদ বলেন, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ... আপনাদের পাঞ্জাব নেই, সিন্ধু আমাদের নয়। দ্রাবিড়, উৎকল এবং বঙ্গ তোমার নয়। আপনি কোথায় আমাদের শাসন করবেন বলে মনে করেন? আপনি কোথা থেকে এই নিষ্ঠুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন?
বহিষ্কারের ক্ষমতা নৈতিকতা কমিটির নেই। আপনি একটি আধা-বিচারিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং আমার উপর একটি জরিমানা আরোপ করেছেন যা আপনার করার ক্ষমতা নেই। আপনি যথাযথ প্রক্রিয়া, আনুপাতিকতা উপেক্ষা করেছেন এবং প্রতিটি নীতির অপব্যবহার করেছেন। এরপর মহুয়া শায়েরি আওড়ান, ‘জব নাশ মানুষ পার ছতা হ্যায়, তাব পেহল বিবেক মার জাতা হ্যায়।’
উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে ঝাড়খন্ডের বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, শিল্পপতি হিরানন্দানির কাছ থেকে নানাবিধ ‘সুবিধা’ নিয়ে তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থে মহুয়া প্রশ্নই শুধু করেননি, ই-মেইলের লগইন পাসওয়ার্ড পর্যন্ত ওই ব্যবসায়ীকে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সরাসরি প্রশ্ন পাঠাতে পারেন যেটা ‘দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক’।
এরপর বিষয়টি লোকসভার এথিক্স কমিটির কাছে যায়। এথিক্স কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তার ভিত্তিতে মহুয়াকে বহিষ্কার করা হয়।

মহুয়াকে বহিষ্কার করাটা গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

মন্তব্য মমতা ব্যানার্জির

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শুক্রবার ‘ক্যাশ ফর কোয়েরি’ মামলায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে তার সাংসদ পদ খারিজের সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন এবং এই পদক্ষেপকে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে “বিশ্বাসঘাতকতা” বলে অভিহিত করেছেন। মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজে সংসদের এথিক্স কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয়েছিল যাতে একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপহার গ্রহণ এবং অবৈধ ঘুষ গ্রহণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য লজ্জাজনক। মহুয়া মৈত্রকে যেভাবে তার সাংসদ পদ বাতিল করা হয়েছে তার নিন্দা জানাই। দল তার পাশে আছে। এই লড়াইয়ে মহুয়া জয়ী হবেন। জনগণই এর বিচার করবেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হবে। মমতা বলেন, ‘পুরোটাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে করা হল। মহুয়ার সঙ্গে সুবিচার করা হল না। ওর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হল, আবার ওকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারও করা হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে কেউ ৪৭৫ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পড়ে ফেলতে পারেন। ওরা সব কিছুই ঠিক করে রেখেছিল। পুরোপুরি অগণতান্ত্রিকভাবে সাংসদ পদ খারিজ করা হল মহুয়াকে।
তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপি মৈত্রকে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে দেয়নি।
মহুয়াকে সমর্থন করার জন্য বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে তৃণমূল নেত্রী আশা প্রকাশ করেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জোটের সমস্ত দল একসাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
আগামী লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর থেকে মহুয়াকে টিকিট দেওয়া হবে কি না জানতে চাওয়া হলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী নির্বাচনে মহুয়াকে টিকিট না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। ইতিমধ্যেই তাঁকে কৃষ্ণনগরের জেলা সভাপতি করা হয়েছে। মহুয়া আরও বড় জয় নিয়ে সংসদে ফিরবেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপি মনে করে, যা খুশি তাই করতে পারে কারণ তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এমন একটি দিন আসতে পারে যখন তারা ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে।

আকবরউদ্দিন ওয়াইসি হলেন তেলেঙ্গানার বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার

আপনজন ডেস্ক: তেলেঙ্গানা বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের প্রো-টেম স্পিকার হিসাবে কে কাজ করবেন তা নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়েছে। এআইএমআইএম নেতা আকবরউদ্দিন ওয়াইসি প্রোটেম স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় তিনি শপথ নেবেন। রাজভবনে আকবরউদ্দিন ওয়াইসিকে শপথ পড়াবেন রাজ্যপাল তামিল সাই সুন্দ্রা রাজন। নতুন স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রো টেম স্পিকার দায়িত্ব পালন করেন। তবে মিম বিধায়ক আকবরউদ্দিন ওয়াইসি ছয়বার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।
রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে, বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে প্রো-টেম স্পিকার হিসাবে কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে কৌতূহল ছিল, তবে এখন সরকার ঘোষণা করেছে যে আকবরুদ্দিন ওয়াইসি-পন্থী হিসাবে। প্রোটেম স্পিকার নির্বাচন করা হয়েছে যার পর সব জল্পনার অবসান হল। তবে বিজেপি বিধায়ক রাজা সিং জানিয়েছেন, আকবরউদ্দিন ওয়েসিকে প্রোটেম স্পিকার করায় বিজেপি বিধায়করা শপথ নেবেন না তার হাত ধরে।

ভোপালে শুরু হল তবলিগের বিশ্ব ইজতেমা

আপনজন ডেস্ক: তবলিগি জামাতের ৭৪তম বিশ্ব ইজতেমা শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরের নিকটবর্তী ঘাসিপুরার এঁটখেড়িতে। ৩০০ একরেরও বেশি জায়গায় বড় প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে যেখানে জামাত অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি এড়াতে তাঁবুটি জলরোধী করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা থেকে মুক্তি পেতে বোনফায়ারও ব্যবহার করা হবে।
গত বছর করোনার কারণে বিদেশি জামাত না এলেও এবারে জামাত আসার কথা রয়েছে।
শুক্রবার ফজরের নামাজের পর মাওলানা জামশেদ সাহেবের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তবলিগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমা। সোমবার আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে চার দিনব্যাপী এ ইজতেমা। এই চার দিনে দিল্লি মারকাজ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উলেমারা ইসলামের দাওয়াতি কাজের উপর বক্তব্য রাখবেন। ইজতেমার জন্য ১২৫টি প্যান্ডেল, ৮০টি ফুড জোন ও ওজুর জন্য ১৬ হাজার ট্যাপের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে প্রায় ১০ লাখ সমাগম হওয়ার আশা করছেন ইজতেমা কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিরন্তর প্রচেষ্টায় ইজতেমা ময়দানের আয়োজন করা হয়।
বৃহস্পতিবার থেকে তবলিগি জামাতের সদস্যদের আগমনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা গভীর রাত পর্যন্ত চলে। শুক্রবার সকালে ফজরের নামাজের পর শুরু হওয়া তাকরির ও বিবৃতি পর্বে যোগ দিতে সকাল থেকেই লোকজন ইজতেমায় আসতে শুরু করে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর জামায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত বছর করোনার কারণে বিদেশি জামাত না এলেও এবারে বিদেশি জামাতের আসার কথা রয়েছে।
সারা বিশ্বের জামাতগুলো আলামি তবলিগি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান, আফগানিস্তান, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ, কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের কারণে গত কয়েক বছর ধরে এখানকার জামায়াত নিষিদ্ধ রয়েছে। ভোপাল তাবলিগ ইজতেমার মুখপাত্র আতিক উল ইসলাম বলেন, এ বছরও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
সংগঠকদের পক্ষে ড. মেহতাব আলম জানান, ইজতেমায় ৮০টি ফুড জোন, ৬০টি পার্কিং লট স্থাপন করা হয়েছে। সারা বিশ্ব থেকে আগত জামাতদের খাবারের ব্যবস্থায় এখানে প্রায় ৮০টি ফুড জোন তৈরি করা হয়েছে। চা, সকালের নাস্তা, মধ্যাহ্নভোজ এবং পানীয় জল ভর্তুকি মূল্যে পাওয়া যাবে। ‘নো লস নো প্রফিট’ এই কনসেপ্ট নিয়ে ইজতিমাগাহ ৬০ টাকায় পুরো খাবার, ২০ টাকায় ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করবে।
একইভাবে পানীয় জলের বোতলও কম টাকায় পাওয়া যাবে।
ইজতেমায় জামাতের ওজু করার জন্য প্রায় ১৬ হাজার ট্যাপ স্থাপন করা হয়েছে। গোসল ও ওযুর জন্য গরম জলেরও ব্যবস্থা থাকছে। গোসল ও শৌচাগারের জন্য প্রতিদিন প্রায় এক কোটি লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া ৯টি জোনে নির্মিত ওজু খানার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। রাতে এশার নামাজ থেকে শুরু করে সকালে ফজর পর্যন্ত বিনামূল্যে চা ও ডিম সরবরাহ করা হবে। একজন স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা করেছেন। অগ্নি নিরোধকের বিষয়ে কর্পোরেশনও ব্যবস্থা নিয়েছে। ১০ টি ফায়ার ব্রিগেড এবং ৫০ জনেরও বেশি কর্মী ২৪ ঘন্টা মোতায়েন করা হবে।
১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ জলের পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। জামায়াতের জন্য সাড়ে চার হাজার টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ইজতেমায় আগতদের যানবাহন চলাচলের জন্য প্রায় ৬০টি পার্কিং জোন করা হয়েছে, প্রায় ২৫০ একর জমির ওপর নির্মিত এসব পার্কিং লটে বড় যানবাহন, চার চাকার ও দুই চাকার গাড়ি আলাদাভাবে পার্কিং করা যাবে। বিশ্ব ইজতেমা সফল করে তুলতে এলাকার হিন্দু সম্প্রদয়ের মানুষরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। এখানে জলের ব্যবস্থার জন্য স্থাপিত ৫২টি নলকূপের মধ্যে প্রায় এক ডজন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এর মধ্যে রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কিছু স্থানীয় কৃষক। এ ছাড়া সরকারি বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সনাতন ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন, যারা সরকারি চাকরির সঙ্গে অতিরিক্ত ফজিলত হিসেবে ইজতেমায় অংশ নিচ্ছেন।
ইজতেমার ৭৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হবে গণবিবাহ। এবার ৩৫০টিরও বেশি বিয়ে নিবন্ধিত হয়েছে। ইজতেমায় আগতদের জন্য কিছু বিশেষ বিধিনিষেধও রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিবন্ধন ছাড়া ইজতেমায় প্রবেশ করা যাবে না। এছাড়া ইজতেমা স্থলে পলিথিন ও বিড়ি সিগারেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। সমস্ত প্রবেশ দ্বারে চেকিং পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। যা স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে। ইজতেমার নিরাপত্তার জন্য প্রায় ২,২০০ সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে এবং ২৬ টি অস্থায়ী পুলিশ পোস্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রায় ২৫০ জন ট্রাফিক পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য মোতায়েন করা হচ্ছে। পুরো অনুষ্ঠান চলাকালীন একটি সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ কক্ষও স্থাপন করা হচ্ছে। ইজতেমা ব্যবস্থাপনার বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন জাভেদ মিয়া কাঞ্জে, মৌলভী মিসবাহ উদ্দিন, হাকিম সাহেব, মুন্নে মিয়া প্রমুখ।

প্রথম নজর

শীঘ্রই শিয়ালদা বালুরঘাট ট্রেন চালু হবে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শীঘ্রই বালুরঘাট স্টেশন থেকে ছুটবে শিয়ালদা পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন। শুক্রবার রেলওয়ে বোর্ডের তরফে জয়েন্ট ডাইরেক্টর বিবেক কুমার সিনহা এই রূপ একটি নির্দেশিকা জারি করেন।অন্যদিকে, এই খবর চাউর হতেই খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে। এবিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আজকের আমাদের জেলা বাসীর কাছে অত্যন্ত খুশির দিন। বহুদিন থেকেই জেলা বাসীর দাবি ছিল বালুরঘাট থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত সরাসরি ট্রেনের। রেল মন্ত্রক ও রেলবোর্ডের তারফে সম্মতি মিলেছে। আগামী দিনের শিয়ালদা থেকে বালুরঘাট এবং বালুরঘাট থেকে শিয়ালদা সরাসরি ট্রেন চলবে। খুব শীঘ্রই আমরা আশা করছি এই ট্রেন আমাদের জেলা থেকে পথচলা শুরু করবে এবং আগামী দিনে জেলার সাথে কলকাতার যোগাযোগ আরো ভালো হবে।'

বাঘরোলের আক্রমণে আহত ৫ জন

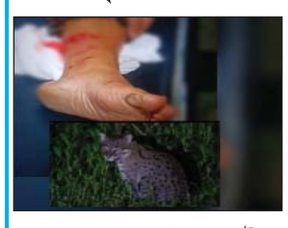

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: বাঘরোলের আক্রমণে আহত ৫ জন। মগরাহাটের গোকর্ণী এলাকায় বাঘরোল আতঙ্ক! শুক্রবার সন্ধ্যা নামার পরে গোকর্ণীর লস্কর পাড়া ফকিরপাড়া এলাকায় বাঘের আতঙ্ক ছড়ায়। হুলুস্থুল পড়ে যাই এলাকায়। প্রথমে একজনকে আক্রমণ করে, এলাকাবাসী খোঁজাখুঁজির পরে এক ঝোপের মধ্যে দেখা যায় হিংস্র চার পাঁচটি বাঘরোলকে।
খবর দেয়া হয় মগরাহাট থানাকে, ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পরে অন্ধকারের মধ্যে এক মহিলাকে আক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়তে আতঙ্ক ছড়াই এলাকায়। হিংস্র এই বাঘরোল আরো ৪-৫ জনকে আক্রমণ করে। তিনজন জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি দুজন মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। অবশেষে গ্রামবাসীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় ধরা পড়ল বাঘরোলটি।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা বেহাল হওয়ায় বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের । নতুন রাস্তায় উঠে যাচ্ছে পিচের অংশ । নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মান হয়েছে রাস্তা অভিযোগ এলাকাবাসীর ।এখনও সম্পূর্ন হয়নি রাস্তার কাজ এর মধ্যেই রাস্তার পিচ উঠে যাচ্ছে অনায়াসে । রাস্তার পিচ তুলে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুললেন গ্রামের মানুষ । দুর্নীতি হয়েছে পথশ্রী প্রকল্পের এই রাস্তায় এমন অভিযোগ তুলে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের । নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে কেন প্রশাসনের নজর নেই প্রশ্ন তুললেন গ্রামের মানুষজন । ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং ভালো রাস্তা নির্মানের দাবি তুললেন গ্রামের মানুষজন । বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বেলশুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তালতলা বাজার থেকে বেলশুলিয়া জলের টাঙ্ক পর্য্যন্ত রাস্তা নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষজন । বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বেলশুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তালতলা বাজার থেকে বেলশুলিয়া জলের টাঙ্কি পর্য্যন্ত ২.৫ কিমি রাস্তাটি নির্মান হচ্ছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পথশ্রী প্রকল্পে । কয়েক মাস আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি এই রাস্তা উদ্বোধন করেছিলেন । রাস্তা নির্মানের সময়ে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মানের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এলাকার মানুষ । প্রশাসন ওই ঠিকাদার সংস্থা কে সতর্ক করে রাস্তার কাজে যাতে গুনগতমান ঠিক করে করা হয় তা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । বর্তমানে রাস্তা প্রায় শেষের মুখে । কিন্তু রাস্তা নির্মানের শেষের পথে ফের রাস্তার গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হলেন এলাকার মানুষ । অভিযোগ নতুন রাস্তার গুনগত মান এতটায় খারাপ যে রাস্তায় পিচের অংশ উঠে যাচ্ছে হাত দিয়ে । গাড়ি চললে গাড়ির চাকাতে উঠে আসছে পিচের অংশ । নতুন রাস্তার এমন হাল থেকে প্রবল ক্ষোভ এলাকাবাসীর । সরকার কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে রাস্তা তৈরি করছে আর দুর্নীতি করে একশ্রেনীর ঠিকাদার তা লুটে চলেছে । এই দুর্নীতিতে প্রশাসন ও তৃণমূলের যোগ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন বিক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষ । শুক্রবার সকাল থেকে গ্রামের এই রাস্তার কাজ বন্ধ করে উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্তের দাবি তুলে ঠিকাদার সংস্থা ও দুর্নীতির সাথে যুক্তদের শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষজন । পাশাপাশি প্রশাসনের নজরদারি অভাবে এমন ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন মানুষজন ।

রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধাড়া চাষিদের পাশে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন প্রাক্তন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বর্তমান রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা। গত কালই বিধানসভা অধিবেশন থেকে ফিরেছেন । তারপরেই মাঠে নেমে পড়েছেন চাষীদের দুর্দশা দেখতে। নিজে কৃষক পরিবারের সন্তান । কৃষিকাজে তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। শম্পা ধারা আগে ধানকাটা ,ধান রোয়া বা অন্যান্য কাজও নিজে মাঠে নেমে করেছেন । নিজে চাষী পরিবারের সন্তান হয়ে চাষীদের দুঃখ দুর্দশা তিনি অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন বিভিন্ন চাষীদের সঙ্গে কথা বলে।শস্যগোলা রায়নার বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত ।তিনি আশ্বস্ত করলেন যে রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চাষীদের সঙ্গে আছেন তাদেরকে সবরকম সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। বিমার মাধ্যমে চাষীদের যেভাবে রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চাষীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেটা দেশে এক বিরল দৃষ্টান্ত । বিধায়িকা শম্পা ধারা আরো আশাবাদী যে চাষীরা এই বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াবে ।চাষিরা আবার নতুন সূর্য দেখবে। স্থানীয় বহরমপুর গ্রামের চাষী জামাল উদ্দিন দুঃখ প্রকাশ করেন যে তার দশ বিঘা জমি প্রায় সবটাই ক্ষতিগ্রস্ত, তিনি রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আহ্বান জানান যে শস্য বীমার মাধ্যমে যে টাকা পাওয়া যায় তার থেকে যদি টাকার পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দেয়া যায়। চাষের জন্য যে খরচা হয়েছে সে খরচা কোনভাবে উঠবে না চাষী জামালউদ্দিন জানিয়েছেন ।

কামিনী পাতার চাহিদা বৃদ্ধি, লাভবান হচ্ছেন কৃষক থেকে ব্যবসায়ী

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: ফুল নয়, গাছের পাতা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক থেকে ব্যবসায়ী, আর একদিকে যেমন রোজগার বেড়েছে কৃষকদের অন্যদিকে কর্মসংস্থান হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের । যে গাছ এক সময় বাড়ির সামনে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো সেই গাছের পাতা বিক্রি করে অতিরিক্ত রোজগার হচ্ছে কৃষকদের, গাছটির নাম কামিনী ফুল । তবে এই গাছের চাষ করতে সেভাবে দেখা যায় না কৃষকদের, আবার গাছের ফুলও সেভাবে কাজে লাগেনা । ব্যবসায়ীদের মতে, কামিনী ফুলের পাতা সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ব্যাপক চাহিদা থাকে, জন্মদিন, বিবাহ, ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ঘর বা প্যান্ডেল সাজাতে এই পাতার জুড়ি মেলা ভার । বিভিন্ন ফুলের সাথে কামিনী পাতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে কামিনী ফুলের পাতার চাহিদা বেশ বেড়েছে, গোবরডাঙ্গা থানার বড়পোল এলাকায় প্রতিদিন গাছের পাতা বিক্রি হয় । ১ কেজি পাতার দাম ৩০ টাকা, সেই পাতা কিনে নিয়ে ব্যবসায়ীরা বান্ডেল করে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠান । দৈনিক প্রায় ১০০ কুইন্টাল পাতা রপ্তানি হয় এখান থেকে, পূজার সময় দেখা যায় আম পাতা, বেলপাতা সহ বিভিন্ন গাছের পাতার চাহিদা। বর্তমানে কামিনী ফুলের পাতার চাহিদা বেড়ে যাওয়া বিভিন্ন মাঠে চাষও শুরু করেছেন কৃষকরা। আর এই কামিনী ফুলের পাতা ঘিরে কর্মসংস্থান হচ্ছে বহু সাধারণ মানুষের। কামিনী ফুলের পাতা বিক্রি করে চাষী যেমন পাচ্ছেন মোটা টাকা, তেমনি কামিনী ফুলের পাতা বিক্রি করার জন্য ব্যবসায়ীদের একটি হাট রয়েছে । উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা থানার বড়পোল ব্রিজের কাছে একটি কামিনী পাতার হাট রয়েছে । বিভিন্ন গ্রাম বা মাঠ থেকে কামিনী ফুলের পাতা যোগাড় করে নিয়ে এসে তা বান্ডিল করে হাটে পাঠান ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের সংগৃহীত পাতা বান্ডিল করার জন্য এলাকার গৃহবধূদেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে ।

কালীঘাটের কাকুকে ছেড়ে দিল না এসএসকেএম, বাধ্য হয়ে ফিরে গেল ইডি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলল শুক্রবার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ইডিকে, সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়, এমনটাই ইডি সূত্রের খবর। সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে ছাড়া যাবে না এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে এমনটাই জানিয়ে দিল, এসএসকেএম হাসপাতাল খবর সূত্রে খবর । অপরদিকে ইডি-র তরফ থেকে হাসপাতালকে বলা হয়েছে যেহেতু কালীঘাটের কাকুকে ছাড়া হচ্ছে না যাবতীয় রিপোর্ট, তার আগের মেডিকেল রিপোর্ট এবং বর্তমান মেডিক্যাল রিপোর্ট দিয়ে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে ব্যাখ্যা দিতে হবে। কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন এত টালবাহানা লিখিত ব্যাখ্যা দিতে হবে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষকে। শুক্রবার দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষার পর জোকা ইএসআই হাসপাতাল থেকে আসা ফাইভ-জি ক্ষমতা সম্পন্ন এম্বুলেন্স গাড়ি ফিরে গেল এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে টানা ৬ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যেতে শুক্রবার ব্যর্থ হল ইডি। শুক্রবার সকালেই এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলেন ইডি কর্তারা। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সও। কিন্তু হাসপাতাল সূত্রে খবর মেলে, আচমকাই 'কাকু'র শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে কেবিন থেকে সরিয়ে হৃদরোগ বিভাগের আইসিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়। যার ফলে তাঁকে আদৌ ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয় সংশয়। শেষ পর্যন্ত, 'কাকু'কে না নিয়েই ফিরে যেতে হল ইডিকে। শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় ইডির নিয়ে আসা অ্যাম্বুল্যান্সটিকে। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারী আধিকারিক মিথিলেশ কুমার মিশ্র বলেন, "সব বিষয় খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।"ইডি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, শুক্রবারই সুজয়কৃষ্ণের গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে চেয়েছিল এজেন্সি। নিয়োগ মামলায় সুজয়কে গ্রেফতার করে ইডি। তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর গলার স্বরের নমুনা অনেক দিন ধরে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। কিন্তু বার বার তাতে বাধা আসছে বলে অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও ইডি প্রশ্নও তোলে।

বন্ধুকে হাঁসুয়ার কোপ অপর বন্ধুর, চাঞ্চল্য সাগরপাড়া এলাকায়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সাগরপাড়ায় পুরোনো আক্রোশের জেরে এক বন্ধুকে কোপানোর অভিযোগ উঠলো অপর এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় সাগরপাড়ার খইরামারী এলাকায়। জখম ব্যক্তি বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তদন্তে নেমে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্ত 'বন্ধু'কে গ্রেপ্তার করেছে সাগরপাড়া থানার পুলিস। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে , সাগরপাড়ার খইরামারী টিকটিকিপাড়ার ইয়ারুল শেখ ও জলঙ্গির দক্ষিণ ঘোষপাড়ার জাহিদুল মন্ডল একে অপরের বেশ পরিচিত এবং একসময়ের বন্ধু ছিল। তবে এখন আর তাদের সেভাবে যোগাযোগ ছিল না। শুক্রবার ইয়ারুলের গ্রাম, টিকটিকিপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন জাহিদুল। এরপরে মাঠের দিকে ঘুরতে গিয়ে ইয়ারুলের সঙ্গে দেখা হয় তার। কিছুক্ষন ধরে কথা চলে তাদের মধ্যে। কথা চলাকালীন হঠাৎই বচসা শুরু হয় দুজনের মধ্যে। আর সেই বচসা চলাকালীন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো হাসুয়া দিয়ে অতর্কিতে জাহিদুলবাবুকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে ইয়ারুল। ইয়ারুলের ধারালো হাসুয়ার কোপে হাত থেকে তিনটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জাহিদুলের। তারপরেও থেমে থাকেনি ইয়ারুল। নিজের হাতে থাকা ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে জাহিদুলের মাথা, পিঠ সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একের পর কোপ দিতে থাকে। ধারালো অস্ত্রের কোপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জাহিদুল । তার গোঙানির শব্দ শুনে আশেপাশের মানুষেরা ছুটে এসে দেখে রক্তে ভেসে গিয়েছে চারিদিক। রক্তাক্ত অবস্থায় জমির ক্ষেতের মধ্যে ছটপট করছে জাহিদুলবাবুর ক্ষতবিক্ষত দেহ। ভিড়ের মধ্যে সুযোগবুঝে তখনই চম্পট দেয় ইয়ারুল। এরপরে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি জাহিদুলকে উদ্ধার করে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিস। তদন্তে নেমে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাশের এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ইয়ারুলকে । কি কারণে জাহিদুলের ওপর হামলা চালালো ধৃত, তা নিয়ে এখনও পুলিসের তরফ থেকে স্পষ্ট করে কিছু না বলা হলেও, নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে পুলিসের এক আধিকারিক বলেন, ওরা দু'জন পূর্ব পরিচিত এবং বন্ধু ছিল। এখনও পর্যন্ত তদন্তে নেমে যা জানতে পারে যাচ্ছে তাতে পুরোনো কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ ছিল তদের মধ্যে । আর সেই বিবাদের কারণে আক্রোশের জেরেই জাহিদুলকে কুপিয়েছে ইয়ারুল। এর আগেও ইয়ারুলের নামে কোপানোর ক্রাইম রেকর্ড রয়েছে। তদন্তে নেমে আমরা ইতিমধ্যেই ইয়ারুলকে গ্রেপ্তার করেছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জখমের আত্মীয় মেরিনা বিবি বলেন, ইয়ারুলের কোনও সমস্যা নেই ও সবাইকে এভাবেই মেরে বেড়ায়।
এর আগেও ইয়ারুল ওর নিজের এক আত্মীয়কে এভাবেই কুপিয়েছিল। এরপরে আজকে আবার জাহিদুলকে সুযোগ পেয়ে মারল । ওর শাস্তি চাই।
অভিযুক্তের স্ত্রী মুর্শিদা বিবি বলেন, আমার স্বামী মাঝে মধ্যেই ঝামেলা করে। ও নেশা করে থাকে সবসময়। বাড়িতেও আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করে। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। আমিও ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের মাদ্রাসা গুলিতে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ও জেনারেল ট্রান্সফার অতি দ্রুত করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের সচিব ও মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদে এক জোরালো ডেপুটেশন দিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির ১৭ জনের এক প্রতিনিধি দল। সমিতির মুখপাত্র সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি শহিদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্দা কনভেনার সৈয়দ সাফাকাত হোসেন যুগ্ম সম্পাদক আতিয়ার রহমান সহ বিভিন্ন জেলার সভাপতি ও সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ সাজ্জাদ বলেন, মূলত দীর্ঘদিন যাবত রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে দারুন ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করতে না পারলে আগামী দিনে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র-ছাত্রীরাও শিক্ষকের অভাবে সঠিক শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে তাই মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা সার্ভিস কমিশনের কাছে দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জোরালো দাবি জানান । সাথে সাথে জেনারেল ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কমিশনকে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করারও দাবি জানানো হয়। তাদের আশঙ্কা, যথাসম্ভব শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে না পারলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। তার আরও বলেন, রাজ্যের ৬১৪ টি মাদ্রাসার গ্রুপ ডি পরীক্ষার ফলাফল দীর্ঘ বছর প্রকাশ না হওয়ার কারণে ওই সমস্ত মাদ্রাসায় গ্রুপ ডি কর্মচারী শূন্য হয়ে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষেত্রে গ্রুপ ডির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য তাই কমিশনের কাছে সমিতির দাবি গ্রুপ ডির ফলাফল প্রকাশ করে তাদের নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সমিতির আরো দাবি মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যিনি বর্তমানে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী তাই মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন উন্নয়নের রথ কে অব্যাহত রাখতে হলে মাদ্রাসা গুলির পরিকাঠামগত যেমন উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। তেমনি পর্ষদ অনুমোদিত মাদ্রাসা গুলিতে ও মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্যোগী হতে হবে।

গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জের নিমতিতায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। শুক্রবার বিকেলে সামসেরগঞ্জের নিমতিতার দুর্গাপুর গঙ্গা পাড়ে এক সভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজের শিলান্যাস করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইঞ্জামামুল ইসলাম, সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পায়েল দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন মূলত দুর্গাপুর থেকে কামালপুর পর্যন্ত গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ভাঙ্গন প্রতিরোধে এদিন মোট ৪৫০ মিটার কাজের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের কাজের শিলান্যাস করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে দশ কোটি টাকার কাজের উদ্বোধন করা হলো।
খুব দ্রুত টেন্ডার করে আরো পাঁচ ধাপে বাকি টাকার কাজ করা হবে বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

বারাসতের খড়িবাড়িতে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল সেখ ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যের একশো দিনের বাকেয়া টাকা, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা এবং মহাত্মা গান্ধী গ্রাম সড়ক যোজনায় বাংলার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর -১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় খড়িবাড়ি বাজারে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই সভায় বারাসাত-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো প্রত্যেক বুথে বুথে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা কর্মসূচি পালন করছি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন,বাংলার বঞ্চিত মানুষকে অবহেলিত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমানো যাবে না। আপামর সাধারণ মানুষের ত্রাতা হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দৈনন্দিন কর্মক্রিয়া করে চলেছেন তা অত্যন্ত ফলপ্রসু। তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বদের নির্দেশ মতো দলীয় শৃঙ্খলা মেনে কাজ করে যাওয়াই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের লক্ষ্য।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মান্নান আলী, প্রধান তৃষ্ণা পাত্র,উপপ্রধান রবিউল ইসলাম,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শাহাবুদ্দিন আলী, হাফিজুর রহমান, ইফতিকার উদ্দিন,হাজী মিজবাউদ্দিন, রেজাউল করিম, আব্দুর রউপ, তপন মুখার্জি প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দরিদ্রদের কম্বল বিতরণ

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর থানা অন্তর্গত জয়নগর দত্ত পাড়ায় শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হল সুন্দরবন ক্লাবের ফাউন্ডেশন ডে প্রোগ্রাম। এই অনুষ্ঠানে প্রায় একশত অসহায় দরিদ্র মানুষের হাতে কম্বল দেওয়া হল।
অনুষ্ঠানের শেষ প্রাক্কালে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় ও সমস্ত গুণীজন ব্যক্তিদেরকে উত্তরীয় মেমেন্ট দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন প্রেসক্লাবের সম্পাদক সুখেন্দু হালদার, সভাপতি কৃষ্ণেন্দু দত্ত, সাংবাদিক তপন কুমার দাস, সাংবাদিক মোমিন আলী লস্কর প্রমুখ।

প্রথম নজর

গাজা যুদ্ধে দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার খান ইউনিস এলাকায় বর্তমানে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড যোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। উপত্যকাটিতে স্থল অভিযান শুরুর পর থেকে ৮৭ জন সেনা হারিয়েছে নেতানিয়াহু বাহিনী। এমন পরিস্থিতির মধ্যে জানা গেল আরেকটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারা। এই সমস্যার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত ইসরায়েলি সেনা তাদের চোখে আঘাত পেয়েছেন। এমনকি তাদের অনেকে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছেন। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম কানের বরাতে জেরুজালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আইডিএফ সেনা যুদ্ধের সময় অবশ্যক চক্ষু সুরক্ষা সরঞ্জাম না পরায় তাদের চোখে আঘাত পেয়েছেন। তাদের বেশিরভাগ বুলেটের শ্রাপনেল ও রিকোয়েলের কারণে চোখে আঘাত পেয়েছেন। এ ছাড়া কয়েক জন ইসরায়েলি সেনা সরাসরি হামাসের হামলার কারণেও চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। আঘাতপ্রাপ্ত সেনাদের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ তাদের একটি বা দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কানের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে চোখে আঘাত পেয়ে প্রায় ৪০ জন ইসরায়েলি সেনা বেয়ারশেবার সোরোকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতে গুরুতর আহত অবস্থায় আরো পাঁচজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এই পাঁচজনের মধ্যে দু'জনের অস্ত্রোপচার হয়েছে। গত মাসে ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক চশমা পরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সোরোকার চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞরা একটি ছোট ভিডিও তৈরি করেছিলেন বলে জানিয়েছিল জেরুজালেম পোস্ট। কানের এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি সেনবাহিনী জানিয়েছে, তাদের চক্ষু সুরক্ষা সরঞ্জামের কোনো অভাব নেই। এমন ঘটনা যেন আর ঘটে তার চেষ্টা করছে আইডিএফ। সেনাদের সামনে নিয়মিত চক্ষু সুরক্ষা সরঞ্জাম পরার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে।

সৌদি আরবে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের রয়েল এয়ার ফোর্সের একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে বিমানে থাকা দুই পাইলট নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তুর্কি আল মালিকি জানান, বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে দাহরানের কিং আবদুল আজিজ বিমানঘাঁটিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের সময় একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানে থাকা দুই ক্রু সদস্য নিহত হন। নিহত পাইলটদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি আরো বলেন, বিমান বিধ্বস্তের কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এর আগে গত জুলাইয়ে খামিস মুশাইতে প্রশিক্ষণের সময় সৌদি আরবের একটি এফ-১৫ বিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানে থাকা দুই পাইলট নিহত হয়। এছাড়াও গত বছরের নভেম্বরে কিং আবদুল আজিজ বিমানঘাঁটিতে কারিগরি ত্রুটির কারণে আরেকটি এফ-১৫ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল।

বার্সেলোনায় জনপ্রিয় নামের তালিকায় 'মুহাম্মদ'

আপনজন ডেস্ক: স্পেনে মুহাম্মদ নামটি জনপ্রিয় হচ্ছে। বর্তমানে দেশটির ৬৬ হাজার ৩৪০ জন এই নাম রেখেছে। পুরুষদের জনপ্রিয় নামের তালিকায় মুহাম্মদ নামটি ৬০ থেকে ৬৫তম অবস্থানে রয়েছে। তবে এবার স্পেনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর বার্সেলোনায় মুহাম্মদ নামটি জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। সেখানকার ১৩ হাজার ৩২৬ জনের নাম মুহাম্মদ। কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আলজাজিরা নেট সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। স্পেনের জাতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, স্পেনে অন্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় মুসলিমদের জন্মহার অনেক বেশি, বিশেষত আলমেরিয়া প্রদেশে আদিবাসীর তুলনায় বিদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে। সেখানে স্থানীয়দের জন্মহার ৩.৩ শতাংশের বিপরীতে বিদেশিদের জন্মহার ১৯.৩ শতাংশ।
চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে এখানে দুই হাজার ৪০টি শিশু জন্মগ্রহণ করে, যার মধ্যে স্থানীয় রয়েছে মাত্র ২৯৮টি এবং বিদেশি এক হাজার ৭৪২টি।
স্প্যানিশ সংবাদপত্র দি অবজেক্টিভ জানিয়েছে, স্পেনে মুহাম্মদ নামটি একমাত্র বিদেশি শব্দ, যা বিভিন্ন শহরে প্রসিদ্ধ নামের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে এবং বার্সেলোনায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। এর আগে এখানে জনপ্রিয় নাম ছিল আরনাউ, যা বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বর্তমানে নামটি রেখেছে ১৩ হাজার ২৪৪ জন।
এর পর রয়েছে জেরার্ড ও সেরগি, যা যথাক্রমে ১৩ হাজার ১৮৪ ও ১৩ হাজার ১৪৬ জন রেখেছে।
আর স্পেনের অন্য শহরগুলোর মধ্যে মাদ্রিদে সাত হাজার জন, মুরসিয়াতে তিন হাজার ৪৪৭ জন, গিরোনায় তিন হাজার ৬৮৮ জন এবং আলমেরিয়াতে তিন হাজার ৬০০ জন মুহাম্মদ নাম রেখেছে।
মুহাম্মদ নামটি এশিয়া অঞ্চলে খুবই পরিচিত নাম। গত এক দশক ধরে নামটি যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় নামের শীর্ষে রয়েছে। ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (ওএনএস) তথ্য মতে, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে মুহাম্মদ নামটি যুক্তরাজ্যে জনপ্রিয় নামের তালিকায় রয়েছে।
তা ছাড়া গত বছর আয়ারল্যান্ডের একটি শহরে মুহাম্মদ নামটি জনপ্রিয় নামের শীর্ষে ছিল। ফ্রান্সে প্রতি পাঁচ নবজাতকের মধ্যে একজনের নাম মুহাম্মদ।
বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসেও নামটি খুবই জনপ্রিয়।
ইসলাম ধর্মের শেষ নবীর নাম মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর ওপর অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনে নামটির উল্লেখ আছে। তাঁর নামানুসারে অনেক ছেলেশিশুর নাম মুহাম্মদ রাখা হয়। আরবি ভাষায় মুহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত।

বিবস্ত্র করে ফিলিস্তিনি পুরুষদের আটক করছে ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: গাজা থেকে ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনি যুবক-পুরুষদের বিবস্ত্র করে শুধু অন্তর্বাস পরিয়ে গণহারে আটক করছে ইসরায়েলি সেনারা। তাদের চোখ বেঁধে রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখতে দেখা গেছে। আরেকটি ছবিতে দেখা গেছে আটকদের সামরিক কার্গোতে জোর করে তোলা হচ্ছে।
সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আটকের সঠিক পরিস্থিতি ও তারিখ পরিষ্কার নয়, তবে কয়েকজন বন্দীর পরিচয় তাদের সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত করেছিল।
সিএনএন তাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলেছে। এদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।
ইউরো-মেডিটারিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর আটকের একটি ছবি পোস্ট করেছে। বৃহস্পতিবার সংস্থাটি তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে আটক করেছে ও গুরুতরভাবে নির্যাতন করেছে। ইউরো-মেড মনিটর রিপোর্ট পেয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বয়স্ক পুরুষসহ বাস্তুচ্যুত লোকদের বিরুদ্ধে গণহারে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে।'
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। ইসরায়লি মিডিয়া ছবিগুলোকে হামাস সদস্যদের আত্মসমর্পণের চিত্র হিসেবে দাবি করেছে। তবে এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা দিতে পারেনি।
বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক আইডিএফের মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারিকে ছবিগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা অনেক বন্দী ও হামাস সদস্যদের ছবি দেখেছি। তাদের স্থল অভিযানের সময় গ্রেপ্তার করেছিল আইডিএফ।' হাগারি বলেন, 'আমরা তদন্ত করে দেখছি কার সঙ্গে হামাসের সম্পর্ক আছে, আর কার নেই। আমরা তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করি ও জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতিটি দুর্গ ভাঙতে থাকব।'
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে লন্ডনভিত্তিক প্যান অ্যারাবিক সংবাদ মাধ্যম আল-আরাবি আল-জাদেদ বলেছে, ছবির কারণে তাদের একজন সংবাদদাতা ও তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে আটক করা হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'বৃহস্পতিবার (৮ ডিসেম্বর) ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী সাংবাদিক ও গাজায় 'দ্য নিউ আরব' অফিসের পরিচালক, আমাদের সহকর্মী দিয়া আল-কাহলোতকে বেইত লাহিয়ার মার্কেট স্ট্রিট থেকে তার আত্মীয় ও ভাইসহ অন্যান্য বেসামরিক নাগরিকদের গ্রেপ্তার করেছে। দখলদাররা ইচ্ছা করেই গাজাবাসীকে জোর করে বিবস্ত্র করেছে। তাদের তল্লাশি ও অজানা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার আগে লাঞ্ছিত করেছে। ঘটনার ছবি ও ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে। ইসরায়েলি সেনারা অপরাধমূলক ও অপমানজনক উপায়ে কয়েক ডজন গাজাবাসীকে গ্রেপ্তার করছে।'
আল-আরাবি আল-জাদেদ-এর প্রধান সম্পাদক হুসাম কানাফানি বিবৃতিতে বলেছেন, আল-কাহলোত ও তার পরিবার এখনও নিখোঁজ।

এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এরদোয়ানের সতর্কতা

আপনজন ডেস্ক: এফ-১৬ যুদ্ধ বিমানের বিনিময়ে সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য পদ পেতে অনুমতি দেবে তুরস্ক। শুক্রবার মার্কিন কংগ্রেসকে এমনই শর্ত দিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। খবর এএফপির।
এরদোয়ান শুক্রবার ফের বলেছেন, পার্লামেন্ট শুধু সুইডেনের বিষয়ে কাজ করবে যদি মার্কিন কংগ্রেস তুরস্ককে কয়েক ডজন এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ও খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার অনুমতি দেয়।
যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে এরদোয়ান সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনারা বলেছেন আপনাদের কংগ্রেসে বিল পাস হওয়ার পর এফ-১৬ ইস্যুতে পদক্ষেপ নেবেন। জেনে রাখেন, আমাদেরও সংসদ আছে। আমরা যদি ন্যাটোতে দুটি মিত্র দেশ হই, তাহলে আপনারাও একযোগে, সংহতির সঙ্গে আপনার দিক থেকে যা করতে পারেন, আমরাও তা আমাদের সংসদের দিক থেকে করতে পারি।'
সুইডেন ও ফিনল্যান্ড কয়েক দশকের সামরিক নিরপেক্ষতা প্রত্যাহার করে গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে পারমাণবিক সুরক্ষা চেয়েছিল। দেশ দুটির আবেদন তুরস্ক ও হাঙ্গেরি ছাড়া ন্যাটোর বাকি সদস্যরা অনুমোদন করেছে।
তবে তুরস্ক ও হাঙ্গেরির সমর্থনের পর চলতি বছরেই ফিনল্যান্ডকে ৩১তম সদস্য হিসেবে ন্যাটোতে গ্রহণ করা হয়েছে।
তুরস্কের আশপাশে সক্রিয় কুর্দি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে স্টকহোম পদক্ষেপ নেওয়ার পরে জুলাই মাসে এরদোয়ান সুইডেনের সদস্যপদ নিয়ে তার আপত্তি তুলে নেন। কারণ কুর্দী গোষ্ঠীদের সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করে তুরস্ক।
কিন্তু তুরস্কের পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি এ বিষয়ে গত মাসে পূর্ণ চেম্বারে ভোটের আবেদন পাঠাতে দেরি করে। ঘটনাটিকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ।
২০১৯ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন এফ-৩৫ যৌথ স্ট্রাইক ফাইটার প্রোগ্রাম থেকে আঙ্কারার বহিষ্কারের কারণে তুরস্কের পুরাতান বিমান বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এরদোয়ান আধুনিক রুশ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে চেয়েছিলেন। যার কারণে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে এমনটা করেছে ওয়াশিংটন।
তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ২০ বিলিয়ন ডলারের এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান বিক্রির চুক্তি এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বারবার। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা এই চুক্তির অনুমতি দিতে প্রতিবারই বাধা দিয়েছেন। তারা তুরস্কের মানবাধিকার রেকর্ড ও ন্যাটো সদস্য গ্রিসের সঙ্গে অতীতের স্থবিরতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় ওয়াশিংটনের প্রতি তুরস্কের ক্ষোভের কারণে বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। এরদোয়ান শুক্রবার বলেছেন, জো বাইডেনের সঙ্গে শিগগিরই দেখা করার কোনো ইচ্ছা তার নেই।
তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বিডেনের সঙ্গে বৈঠক আমাদের এজেন্ডায় নেই। গাজা নিয়ে তাদের অবস্থান আপনাদের সবারই জানা। যদি তিনি আমাদেরকে ফোন করেন, আমরা তার সঙ্গে দেখা করব ও আমাদের যা নিয়ে কথা বলার সেটা নিয়েই কথা বলব।'
সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তুর্কি প্রতিপক্ষ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আঙ্কারা সপ্তাহের মধ্যে ন্যাটোতে স্টকহোমের সদস্যপদ অনুমোদন করবে। কিন্তু তুরস্কের পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি এখনও এই প্রস্তাবের ওপর শুনানির সময় নির্ধারণ করেনি।

শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঘণ্টাখানেক অবস্থানের পর 'রুদ্ধ গণতন্ত্র' নামে খাঁচায় বন্দী ভোট বাক্স সামনে নিয়ে 'মুক্তির যাত্রা' শুরু হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাইডেনপুত্রের বিরুদ্ধে এবার কর ফাঁকির মামলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলারের কর ফাঁকির মামলা দায়ের করেছেন ফেডারেল প্রসিকিউটররা।
বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের জেলা আদালতে হান্টারের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির ৯টি অভিযোগে এ মামলা দায়ের করেন প্রসিকিউটর ডেভিড ওয়েইস। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে কর দাখিল না করা, ভুয়া ট্যাক্স রিটার্ন ও কর ধার্য মূল্যায়ন ফাঁকি দেওয়া।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, হান্টার বাইডেন ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চার বছরের একটি স্কিমে যুক্ত। কিন্তু স্কিমের বিপরীতে ফেডারেল ট্যাক্সে কমপক্ষে ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেননি তিনি।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন, তিনি মাদক, এসকর্ট, গার্লফ্রেন্ড, বিলাসবহুল হোটেল, বিদেশী গাড়ি, পোশাক এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য বিষয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে কর পরিশোধ করেননি।
বিচার বিভাগ বলেছে, এ মামালায় দোষী সাব্যস্ত হলে ১৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে হান্টারের।
এদিকে বৃহস্পতিবার দায়ের হওয়া হান্টারের এ মামলার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউজ।

ফের প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার ঘোষণা করেছেন, তিনি আগামী মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস বলেছে, রাশিয়ার হিরোস অব ফাদারল্যান্ড ডে উপলক্ষে ক্রেমলিনে আয়োজিত একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পর অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় পুতিন বলেছেন, তিনি পঞ্চম মেয়াদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

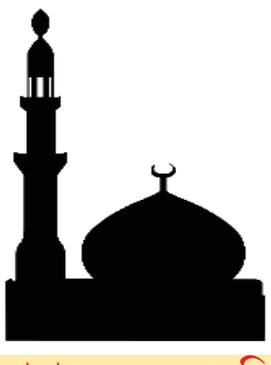

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৯	৬.০৫
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

গাজায় নিহতের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়ে গেল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরাইলের হামলায় আরো ৩৫০ জন নিহত হয়েছে। এর ফলে নিহতের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে, যার অর্ধেকই নারী ও শিশু। আর আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬ হাজার।
শুক্রবার ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সংঘাতের ৬২তম দিন বৃহস্পতিবার গাজার দক্ষিণে বড় শহরগুলোতে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। অন্যদিকে উত্তর গাজায় কয়েকটি এলাকায় হামাসের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে জড়িয়েছে সেনারা।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় আরো ৩৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ফলে ইসরাইলি আগ্রাসন শুরুর পর নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ১৭৭ জনে। নতুন করে আহত হয়েছে ৯০০ জন। মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬ হাজার।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ইসরাইলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ও সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকটের ছেলে গ্যাল মায়ার আইজেনকটসহ দুই সেনা সদস্য গাজায় নিহত হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে গাজায় স্থল অভিযান শুরু করার পর এখন পর্যন্ত ৯০ জন সেনা হারালো ইসরাইল।

মেক্সিকো সিটিতে ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল রাজধানীসহ মধ্য মেক্সিকোর বেশিরভাগ অংশ। আতঙ্কে অনেকে ভয়ে রাস্তায় নেমে আসে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দেশটির সিসমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট এই তথ্য জানিয়েছে। ভূমিকম্পে মেক্সিকো সিটিতে প্রথমিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি ভিডিওতে বলেছেন, 'আপাতদৃষ্টিতে ভূমিকম্পটি ততটা শক্তিশালী ছিল না।

গাজায় ইসরায়েলের সাবেক সেনাপ্রধানের ছেলে নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অভিযান চালানোর সময় ইসরায়েলের সাবেক সেনাপ্রধান এবং দেশটির বর্তমান যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য গাদি আইসেনকোটের ছেলে নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
ইসরায়েলের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, উত্তর গাজায় ২৫ বছর বয়সী মেজর গাল আইসেনকোট নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম বলছে, একটি টানেল শ্যাফট বিস্ফোরণে মেজর গাল আইসেনকোট গুরুতর আহত হন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান।
দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, এ ঘটনায় তার ও তার স্ত্রীর 'হৃদয় ভেঙে গেছে'।
গাল আইজেনকোট ছিল 'সত্যিকারের বীর'।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমাদের বীরেরা এমনি এমনি মরছে না। আমরা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।'
মেজর গাল আইসেনকোটের বাবা গাদি আইসেনকোট ২০১৫-২০১৯ সাল মেয়াদে ইসরায়েলের সেনাপ্রধান ছিলেন।
তিনি ইসরায়েলের ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টির একজন আইনপ্রণেতা, যাকে গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের গঠন করা যুদ্ধকালীন জরুরি মন্ত্রিসভার সদস্য করা হয়।

'বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একত্রে কাজ করতে হবে চীন-ইইউকে'

আপনজন ডেস্ক: বেইজিং এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বিশ্বব্যাপী শাসন ও বিশ্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবশ্যই একত্রে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।
আজ শুক্রবার বেইজিংয়ে ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন বলে জানিয়েছে তাস। শি জিনপিং বলেন, বিশ্বের স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই উন্নয়নে বৃহত্তর অনুপ্রেরণা প্রদান করতে হবে। আমাদেরকে বিশ্ব শাসনের নেতৃত্ব দিতে হবে এবং এটিকে সমর্থন দিতে হবে। বিশ্ব 'বড় ধরনের পরিবর্তন' প্রত্যক্ষ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
চীনা প্রেসিডেন্ট বলেন, চীন এবং ইইউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখে এবং বিশ্বায়নকে সহজতর করতে মূল বাজার হিসাবে কাজ করে। চীন-ইউরোপীয় সম্পর্ক সারা বিশ্বের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।
সর্বশেষ ২০১৯ সালে ইইউ-চীন শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৩১ সংখ্যা, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৪ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

মানুষ ও তাঁর কীর্তি

মহাভারতের একটি অংশে যক্ষবেশী বক অনেকগুলো প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—'আশ্চর্য কী?' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে—ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনটি বলিয়াছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা আয়াত ৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন—'তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।' আল্লাহতায়ালা আরো বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি (সুরা ওয়াকিআহ: ৬০)।' বাস্তবতা হইল, বেশির ভাগ মানুষ ভুলিয়া থাকিতে চাহে জগতের এই পরম সত্য কথা। আমরা দেখিতে পাই, চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায়-অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছেন, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন—রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি—উহাই হইতে পারে শেষ খাবার; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ের মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের মঙ্গলার্থে সকল কর্মসাধন করিতেন।

পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বত্সর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশীল সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় সাড়ে ৪০০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতেই পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। আমরা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের জয়জয়কার দেখি। তবে বাস্তবতা হইল, সকল বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিত্সাবিজ্ঞান সবচাইতে পিছাইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলে, আমাদের শরীরে সর্বক্ষণ কোষের ক্ষয় ও ধ্বংস এবং ইহার পাশাপাশি নূতন কোষের জন্ম ঘটিয়া চলিতেছে। ডিজেনারেশন বা ক্ষয় হইতেই নূতন করিয়া সৃষ্টির বা রিজেনারেশনের ধারণাটি আসে। অনেকের মতে, ডায়েট ও ঔষধ দিয়া বার্ধক্যকে কিছুটা বিলম্বিত করা সম্ভবপর হইলেও মানুষের পরমায়ু ১২০ বত্সর ছাড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ইহাই মানুষের আয়ুর স্বাভাবিক সর্বোচ্চ সীমা। চিকিত্সা, ঔষধপত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজ সারা বিশ্বে ৯০ ও ১০০-এর কোঠায় মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়াছে সত্য। তবে ১৩০-এর কোঠায় মানুষের সংখ্যা সেই শূন্যতেই রহিয়া গিয়াছে। তবে কয়েক বত্সর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড সিনক্লেয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন—যাহার মাধ্যমে মানবদেহের কোনো কোষকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে। গবেষকরা দাবি করিয়াছেন যে, এই চিকিত্সাপদ্ধতি ব্যবহার করিয়া মানবদেহের হারানো কোনো অঙ্গও নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যাইবে। এমনকি প্যারালাইসিসের রোগীরাও পুনরায় হাঁটাচলা করিতে পারিবে। শুনিয়া কেমন যেন রূপকথার জাদুকরি বটিকা বলিয়া মনে হইতেছে।

কিন্তু যত কিছুই করা হউক না কেন—ওমর খৈয়াম যেমন বলিয়াছেন, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হইয়া আসিবে, কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা থাকিবে। অর্থাত্ বইটি যদি তেমন মননশীল বই হয়। একইভাবে বইয়ের অনন্ত যৌবনার মতো মানুষও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে তাহার কর্মের ভিতর দিয়া। মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমেই। লালন সাঁই যেই কারণে বলিয়াছেন—সত্য বল, সুপথে চল, ওরে আমার মন।

• • • • • • • • • • • • •

গাজায় ইসরায়েলি হামলা

ম্যান্ডেলার লড়াইকে কি পূর্ণতা দিতে পারবে ফিলিস্তিনিরা

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলা স্বাধিকার আন্দোলনের লড়াইয়ে সব সময় ফিলিস্তিনিদের সমর্থন দিয়ে গেছেন। ইসরায়েলের অস্তিত্বকে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু আবার তাদের আরব ভূখণ্ড দখলের বিরোধিতা করেছেন। ফিলিস্তিনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ৫ ডিসেম্বর আল-জাজিরায় লিখেছেন **নিক ডাল। তিনি লিজেন্ডস: পিপল হু চেঞ্জড সাউথ আফ্রিকা ফর দ্য বেটার বইয়ের সহলেখক।**

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগার থেকে মুক্তির ১৬ দিন পর নেলসন ম্যান্ডেলা জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় যান। তখন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) নির্বাসিত নেতৃত্ব সেখানে ছিলেন। জাম্বিয়ার কেনেথ কাউয়ান্দা থেকে জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে—এএনসির প্রতি সহানুভূতিশীল নেতারা বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতাকে বিমানবন্দরে অভিবাদন জানান, করমর্দন করেন।

কিন্তু এসব বরেণ্য নেতার ভিড়ে সবচেয়ে আবেগময় দৃশ্য ছিল, যখন কেফিয়াহ পরা ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের (পিএলও) নেতা ইয়াসির আরাফাত তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা ম্যান্ডেলা মুখটা তাঁর দিকে নিচু করে দিলেন। তাঁর গালে চুমু খেলেন আরাফাত।

আরাফাতের এই ভালোবাসার জবাব দিতে দেরি করেননি ম্যান্ডেলা। তিন মাস পর আলজিয়ার্সে এক সম্মেলনে ফিলিস্তিনের বিখ্যাত কেফিয়াহ পরে হাজির হয়েছিলেন তিনি। তখন এটা ঠিক পরিষ্কার ছিল না, তিনি এটি কোথায় পেয়েছিলেন? অথবা ওই দিন কেন তিনি এটি পরলেন? ম্যান্ডেলা এমনি এমনি এটি পরবেন, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ, পোশাক পরিধানের ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন ছিলেন।

ম্যান্ডেলার ঘোস্টরাইটার (নেপথ্যলেখক) রিচার্ড স্টেনজেল বলেছিলেন, 'ম্যান্ডেলা তাঁর ভাবমূর্তির বিষয়ে সব সময় সচেতন ছিলেন। বোধশক্তির দিক থেকে সহকর্মী ও শত্রুদের চেয়ে তিনি অনেক বেশি আধুনিক ছিলেন।'

১৯৬২ সালে ম্যান্ডেলা অবৈধভাবে দেশত্যাগের মামলায় স্মার্ট শুট, ঝকঝকে জুতা, দৃষ্টিনন্দন নেকলেস এবং বাহুতে ব্রেসলেট পরে আদালতে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী উইনিও ঐতিহ্যবাহী জোশা পোশাক পরে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। ম্যান্ডেলা জানতেন, তিনি কী করছেন।

গণতান্ত্রিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৯৫ সালে ম্যান্ডেলা প্রিংবক রাগবি জার্সি পরেন। অনেকের কাছে এটি বর্ণবাদবিরোধী প্রতীক। রাগবি বিশ্বকাপে শ্বেতাঙ্গ তুখোড় খেলোয়াড় ফ্রানকয়েস পিয়েনারের জন্যই তিনি ওই পোশাক পরেছিলেন। কারণ, তিনি দেশ থেকে সব বিভক্তি-বৈষম্য দূর করতে চেয়েছেন।

ম্যান্ডেলা ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক অনুভব করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ১৯৯৭ সালে তিনি বলেছিলেন, 'এএনসির সংগ্রাম চলছে। আমরা এ-ও ভালো করে জানি, ফিলিস্তিনের মানুষের স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের স্বাধীনতাও অসম্পন্ন রয়ে যাবে।'

২০০৪ সালে আরাফাতের মৃত্যুর পর পিএলওর নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, 'সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন আইকন। তিনি শুধু আরব জনগণের মুক্তি নিয়ে চিন্তা করতেন না, বরং বিশ্বের নিপীড়িত সব মানুষের জন্য তাঁর চিন্তা ছিল। যাঁরা নিপীড়িত মানুষের জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁর মতো মানুষকে হারানো তাঁদের জন্য বিরাট ক্ষতি।'

২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ম্যান্ডেলার মৃত্যুর তিন বছর পর ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের রামাল্লায় তাঁর বিশাল ভাস্কর্য বানিয়ে ফিলিস্তিনের জনগণও তাঁর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছে।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইহুদি রাষ্ট্রটি যেভাবে গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করেছে, তখনো দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ ফিলিস্তিনের মানুষের প্রতি ম্যান্ডেলার মতো সেই উষ্ণ ভালোবাসা দেখিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইসরায়েল যখন গাজায় নির্বিচার বোমা মেরে নিরীহ মানুষকে হত্যা শুরু করে, তখন তিনি কালো-সাদা কেফিয়াহ পরে আর ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে ক্যামেরার সামনে হাজির হন।

রামাফোসা বলেন, 'তারা (ফিলিস্তিনি জনগণ) ৭৫ বছর ধরে দখলদারত্বের মধ্যে আছে।...তারা এমন এক নিপীড়ক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যারা তাদের ভূমি দখল করে আছে।'

বন্ধনের জন্ম যেভাবে

ঐতিহাসিক থুলা সিম্পসন বলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৬৩ সালে তাঁর কারাজীবনের আগে ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন—এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূলত তিনি যখন এএনসির সামরিক শাখা উমখোন্তো উই সিজওয়ে (এমকে) গড়ে তোলেন, তখন তাঁর প্রেরণা ছিল ইসরায়েল। আর্থার গোল্ডরিচ হচ্ছেন এএনসির গুটিকয় নেতার একজন, যাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

যেমনটা ম্যান্ডেলা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, '১৯৪০-এর দশকে আর্থার জুইশ ন্যাশনাল মুভমেন্টের সামরিক শাখা পালমাচের হয়ে ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করেছেন। গেরিলা লড়াইয়ে তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল। তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি।'

পল এস ল্যান্ডাউ তাঁর সাম্প্রতিক বই স্পিয়ার: ম্যান্ডেলা অ্যান্ড দ্য রেভল্যুশনারিজ-এ লিখেছেন, ম্যান্ডেলা যখন এমকের সঙ্গে

বসতেন, তখন তিনি ফিলিস্তিনের আরেক জায়নবাদী আধা সামরিক বাহিনী মেনাচেম বেগিনসের দ্য রিভোল্ট স্টোরি অব দ্য ইরগুন পড়তেন।

ল্যান্ডাউ লিখেছেন, ইরগুন এমনকি পালমাচের চেয়ে অনেক বেশি উগ্র ছিল। ম্যান্ডেলার হাতে লেখা নোট থেকে দেখা যায়, তিনি ইরগুনের রণকৌশলে প্রভাবিত হতেন।

ল্যান্ডাউ আরও লিখেছেন, ইরগুন ম্যান্ডেলাকে রাষ্ট্রবিরোধী (ব্রিটিশবিরোধী) গেরিলা মডেল দিয়েছিল। ইরগুনের ধ্যানধারণা থেকে তিনি গেরিলাযুদ্ধে 'দীর্ঘ লড়াইয়ের' চিন্তাভাবনা করেন।

সিম্পসন বলেন, কোন কোন দেশ, আফ্রো-এশিয়ার কারা এএনসির প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা দিচ্ছে, ২৭ বছরের কারাভোগের সময় ম্যান্ডেলা সেটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। পিএলওর সংগ্রাম তখন তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তখন আফ্রিকার পরিস্থিতির কারণে ফিলিস্তিনে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ ছিল খুব কম।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তির পর ম্যান্ডেলা এএনসির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়ানোর দিকে মন দেন। তখন তিনি তাঁর বিদেশনীতি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার চার বছর আগে ১৯৯০ সালের জুনে তাঁকে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ আমন্ত্রণ জানান। সেখানে ফিদেল কাস্ত্রো, মুয়াম্মার গাদ্দাফি ও ইয়াসির আরাফাতকে সমর্থনের কারণে তিনি প্রশ্নের মুখে পড়েন। কোনো ইতস্তত না করে ম্যান্ডেলা জবাব দিয়েছিলেন, 'কিছু কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক একটা বড় ভুল চিন্তা করেন যে তাঁদের শত্রুরা আমাদেরও শত্রু হওয়া উচিত।'

আমেরিকান জুইশ কংগ্রেসের হেনরি সিগম্যানের এক প্রশ্নের জবাবে ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, 'নিজেদের মুক্তিসংগ্রামে এএনসি এতটাই জড়িত ছিল যে অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় দেখার সময় আমাদের ছিল না।'

ইয়াসির আরাফাত এবং পিএলও নিয়ে যখন কথা উঠল, তখন তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'আমরা পিএলওকে স্বীকৃতি দিই। কারণ, আমাদের মতো তারাও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।'

ম্যান্ডেলা আরও বলেছিলেন, 'ইয়াসির আরাফাতের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের অর্থ এই নয় যে এএনসি বৈধভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অধিকার নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। আমরা নিরাপদ সীমান্তের মধ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অধিকারের প্রতি খোলাখুলি এবং দৃঢ় সমর্থন জানাই। আবার আমরা এটাও বোঝাচ্ছি না যে আরব বিশ্ব, বিশেষ করে গাজা উপত্যকা, গোলান মালভূমি ও পশ্চিম তীর থেকে ইসরায়েল যে ভূমি দখল করেছে, সেটা তারা দখল করে রাখবে। আমরা এটার সঙ্গে একমত নই। দখল করা ওই সব ভূমি আরব জনগণকে ফেরত দিতে হবে।'

ঐতিহাসিক ম্যাথিউ গ্রাহাম বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিদেশনীতি হচ্ছে এএনসির ইতিহাস থেকে নেওয়া। তাঁদের মূল সমর্থন ছিলে পূর্বাঞ্চলীয় ব্লকের। বর্ণবাদ-উত্তর যুগে এএনসি এই ব্লকের সঙ্গে সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠ করেছে।

উদাহরণ দিতে গিয়ে গ্রাহাম বলেন, ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ম্যান্ডেলার অভিষেক অনুষ্ঠানে আরাফাত ও কাস্ত্রোকে তৎকালীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর ও ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটন থেকে দূরে বসতে দেখা যায়। তখন ওয়াশিংটন পিএলও এবং কিউবার কমিউনিস্ট সরকারকে তাদের বিরোধী ব্লকের ভাবত।

গ্রাহাম বলেন, ৩০ বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও এএনসি এখনো নিজেদের মুক্তি আন্দোলনের শক্তি হিসেবে দেখে থাকে। তারা ভাবে, তাদের আন্দোলন অসম্পন্ন রয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতিকে মজবুত রাখতে তাদের পশ্চিমা সহায়তা দরকার। আবার তারা উগ্র মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে কথা বলে। এতে বোঝা যায়, তাদের ইতিহাস মেনে তারা 'সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে।'

ইসরায়েল ফ্যাক্টর

এএনসির সঙ্গে ফিলিস্তিনের সম্পর্ক অবশ্য তাদের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক গড়তে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

সাশা পোলাকাউ-সুরানস্কি লিখেছেন, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে ইসরায়েলি নেতারা আদর্শিকভাবে বর্ণবাদবিরোধী অবস্থানে ছিল। ১৯৬৩ সালে গোল্ডা মিয়ার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বলেছিলেন, ইসরায়েলিরা সাধারণত বর্ণবাদী নীতি, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সেটা যেখানেই থাকুক না কেন।

তবে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর। মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে তারা প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেয়। তাদের দেশের আয়তন ছয় দিন আগের তুলনায় তিন গুণ বেড়ে যায়।

পোলাকাউ-সুরানস্কি লেখেন, ওই যুদ্ধের পর নতুন করে দখল করা পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকাজুড়ে বসতি স্থাপন প্রকল্প চালু করা হয়। এরপর থেকেই ইসরায়েল দখলদারত্ব আর ঔপনিবেশিক মনমানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালে মিসর ও সিরিয়ার নেতৃত্বে হয়তো ইয়ম কিপুর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল এই যুদ্ধে লড়াইয়ে ফিরে এসে আরও আরব ভূখণ্ড দখল করে নিপীড়ক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে হাজির হয়।

পোলাকাউ-সুরানস্কি লেখেন, ইয়ম কিপুর যুদ্ধের পর মাত্র কয়েকটি আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এর কিছুটা সময় আগে ইসরায়েল আর্জেন্টিনার কুখ্যাত সামরিক একনায়ক, চিলির পিনোশে এবং বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়।

১৯৯৩ সালে ম্যান্ডেলা বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের সঙ্গে ইসরায়েলের সহযোগিতার সম্পর্কে এএনসি 'চরম হতাশ'। এএনসির জ্যেষ্ঠ নেতারা ভুলে যাননি, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার তাঁদের নেতা-কর্মীদের হত্যা করতে ইসরায়েল থেকে অস্ত্র কিনেছিল। এমনও জানা যায়, ইসরায়েল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারকে পারমাণবিক ওয়ারহেড দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল।

সহিংসতা নয়, শান্তি

উপনিবেশ ও বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে নৃশংসভাবে ব্যবহার করেছিল।

এরপরও এএনসি তাদের অহিংস নীতিতে অটল ছিল। ১৯৫০-এর দশকে বর্ণবাদী সরকার যখন বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল, তখনো এএনসি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বিক্ষোভে বিশ্বাসী ছিল।

১৯৬১ সালে শারপিভিলে ৬৯ জন নিরীহ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে হত্যার পর ম্যান্ডেলা নিজেই এএনসিকে তাদের অহিংস নীতি বাদ দেওয়ার আহ্বান জানান। এ জন্য অনেক দেনদরবার করতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত দলের নেতৃত্ব সামরিক শাখা এমকে গঠনে সম্মত হন।

১৯৯৯ সালে ম্যান্ডেলার ফিলিস্তিন সফরের সময় তাঁর কিছু মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধের বদলে শান্তিকে বেছে নিন। কেবল আমরা যখন আর পারি না, আমরা যখন আর এগোতে পারি না অথবা আমরা যখন আর সামনে এগিয়ে যেতে পারি না, তখন একমাত্র বিকল্প হচ্ছে সহিংসতা, আমরা তখন সহিংসতার ব্যবহার করব।' এই সহিংসতা এমন একটি বিকল্প, যা ম্যান্ডেলা খুব কম ব্যবহার করেছেন। ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে এমকে কেবল রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো এবং সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছিল।

ম্যান্ডেলার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার এক দশক পর ইসরায়েল গাজায় নির্বিচার বোমা মেরে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করছে। ছয় হাজারের বেশি শিশুসহ ১৭ হাজার ১৭৭ ফিলিস্তিনি ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন।

নিশ্চিতভাবে ম্যান্ডেলা এ পরিস্থিতিতে চরমভাবে ব্যথিত হতেন। ১৯৯৯ সালের গাজা সফরের সময় যেমনটা তিনি বলেছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি নিজ দেশের মানুষের সঙ্গেই আছেন।

শশী থারুর

ভারতের কি 'হিট লিস্ট' আছে

জাস্টিন ট্রুডো কানাডার মাটিতে দুর্বৃত্তের গুলিতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ও কানাডীয় নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর নিহত হওয়ার ঘটনায় ভারতের জড়িত থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' তুলেছিলেন। এরপর ভারত সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং কানাডাকে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ৪১ জন কানাডীয় কূটনীতিককে প্রত্যাহার করতে বলেছিল।

নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের পেছনে ভারতের হাত আছে বলে ট্রুডো যদিও প্রমাণপত্র হাজির করতে পারেননি; কিন্তু নিউইয়র্কের পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র বিষয়ে মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয় আদালতে সাক্ষী-সাবুদ হাজির করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে থাকা একজন সরকারি কর্মকর্তা শিখ নেতা পান্নুনকে হত্যা করার জন্য আমেরিকায় থাকা নিখিল গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিখিল গুপ্ত দিল্লির ওই কর্মকর্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করে আমেরিকায় একজন খুনিকে ভাড়া করেন।

এ অভিযোগের সমর্থনে যতগুলো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি ভিডিওচিত্র আছে। অভিযোগের

বিবরণে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লি থেকে যে কর্মকর্তা নিখিল গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি গুপ্তকে একটি ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিলেন। ওই ক্লিপে নিজ্জরের (কানাডায় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত শিখ নেতা নিজ্জর) রক্তাক্ত দেহ গাড়িতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

নিখিল গুপ্ত ক্লিপটি অসতর্কতাবশত তাঁর ভাড়া করা খুনিকে শেয়ার করেছিলেন। খুন করার জন্য যাঁকে ভাড়া করা হয়েছিল, তিনি আদতে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ডিইএ) একজন গোপন এজেন্ট। এই খুনের পরিকল্পনার বিষয়ে বিশদ তথ্যপ্রমাণ পেতে নিখিল গুপ্তকে তিনি আসল পরিচয় গোপন করে ফাঁদে ফেলেন।

ওই গোপন এজেন্টের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কারণ, নিখিল গুপ্ত তাঁর জালে ধরা দিয়ে এত সব তথ্যপ্রমাণ রেখে গেছেন যে এসব তথ্যপ্রমাণ এই চক্রান্তে যুক্ত সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। এ ঘটনা নানা কারণে তাৎপর্য বহন করে।

প্রথম কথা হলো, এটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যাপক প্রচারিত অগ্রাধিকারমূলক বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই অসংগতিপূর্ণ। মোদির সরকার ধারাবাহিকভাবে ভারতকে একটি দায়িত্বশীল বৈশ্বিক শক্তি, জি-২০ সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের নেতা হিসেবে প্রচার করে আসছে। মোদি বারবার সগৌরবে ভারতবাসীকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। সর্বশেষ এ ঘটনা ভারতের এসব দাবিকে কমজোরি করে ফেলবে।

অন্যদিকে চীনের আগ্রাসন ঠেকাতে অংশীদার দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা রয়েছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বন্ধুদেশের নাগরিকদের গুপ্তহত্যার চক্রান্ত করা, তাদের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করা, আইনের শাসন ভাঙা—এসব অভিযোগে জড়িয়ে পড়ায় ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি সন্দেহাতীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নিজের দেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় মোদি যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এমনকি বিদেশের মাটিতে গুপ্তহত্যার মিশন পরিচালনায়ও তিনি পিছপা হবেন না—ভারতের ভোটারদের মধ্যে এ ধরনের একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে মোদির সরকার এসব গুপ্তহত্যা 'প্রকল্প' চালাচ্ছে—কেউ কেউ এমন ধারণাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

এখন প্রশ্ন হলো, ভারত সরকারের মধ্যে থাকা লোকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভোটারদের কাছে মোদি সরকারের জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই এই কাজ করছেন? ঘটনা হলো, নিখিল গুপ্ত প্রশিক্ষিত চর নন, এমনকি অপরাধী হিসেবে খুব একটা ধূর্তও নন। এতে মনে করা যেতে পারে, এই গুপ্তহত্যার আদেশ খুব উঁচু স্তর থেকে আসেনি।

নিখিল গুপ্তর এই মামলা আরও একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলন এখন আর তেমন জোরালো কোনো আন্দোলন নয়। ভারতে এর কোনো তৎপরতা নেই।

বিদেশের মাটিতে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে শিখ সম্প্রদায়ের লোকজন এই আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তাঁরা ভারত সরকারের জন্য তেমন কোনো হুমকি নন। এ কারণে আন্দাজ করা যেতে পারে, নিখিল গুপ্তকে দিল্লিতে থাকা যে কর্মকর্তা (যুক্তরাষ্ট্র যাঁর নাম প্রকাশ করেনি) ঠিক করেছিলেন, তিনি সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বকে খুশি করতে নয়, বরং ক্ষমতার কাছে থাকা 'কঠোর লোকদের' আশীর্বাদপুষ্ট হতেই এই পরিকল্পনা করে থাকতে পারেন। ঘটনা যা-ই হোক, দিল্লিকে এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসতেই হবে। কাউকে না কাউকে এর দায় হয়তো নিতে হবে। আর বৈশ্বিক সম্পর্কের কথা চিন্তা করে হলেও এ অভিযোগের বিষয়ে নয়াদিল্লিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে এসব ঘটনা তদন্ত করে দেখতে হবে।

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মুর্শিদাবাদে শিশু মৃত্যুর তদন্তে নামল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একসাথে এতো সংখ্যক শিশুর মৃত্যুর তদন্তে এবার হাজির হ'ল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ২ সদস্যের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে পৌঁছান তারা।
সরাসরি তারা উপস্থিত হন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এসএনসিইউ ভাগে। কী কারণে হঠাৎ এতো সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হ'ল বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ২ প্রতিনিধি ডাঃ বি. কে. পাত্র ও ডাঃ অভিজিৎ ভৌমিক।
অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল অমিত দাঁ জানিয়েছেন- ২৪ ঘন্টায় ১০টি শিশু মৃত্যুর পর গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও চারটি সদ্যোজাত শিশুর। সব মিলিয়ে গত ৪৮ ঘন্টায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মোট ১৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কেন এত শিশুর মৃত্যু হচ্ছে এবং এর পেছনে প্রকৃত কারণ কি তা অনুসন্ধান করতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই প্রতিনিধি ওই হাসপাতালের গর্ভবতী বিভাগ সহ শিশু বিভাগে যান। কথা বলেন মৃত সদ্যোজাত শিশুদের মায়ের সঙ্গে। সবকটিই মৃত শিশুদের রিপোর্ট সংগ্রহ করেন তারা।

হলদিয়া পৌরসভার নির্বাচনের দাবিতে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

সেক আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে স্মারক লিপি প্রদান জাতীয় কংগ্রেসে।হলদিয়া পৌরসভা মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২২ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর দেখতে দেখতে প্রায় ১৫ মাস অতিক্রান্ত নির্বাচন হয়নি। তার প্রতিবাদে সরব হয় জাতীয় কংগ্রেসে।পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া পৌর বোর্ড চলছে প্রশাসক দিয়ে এক সময় রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পৌরসভা গুলির অন্যতম বলে খ্যাতি ছিল হলদিয়া পৌরসভার। বর্তমানে এই পৌরসভা জনপ্রতিনিধিহীন কংগ্রেসের ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল হলদিয়া পৌরসভার ইওর জুলফিকার আলীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে। কংগ্রেসের দাবি, হলদিয়া পৌর এলাকায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার বাসিন্দা রয়েছেন এই বিপুল পরিমাণ মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। পৌরবোর্ড না থাকার কারণে গোটা পৌরসভা জুড়ে রাস্তাঘাটের বেহাল

অবস্থা ভাঙ্গা রাস্তা ভরসা শহরবাসীর। পথবাতি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। পৌরসভার সমস্ত ওয়ার্ডে পৌঁছানো যায়নি অমৃত জল প্রকল্প সিটি সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি ভোজ্য তেল কারখানায় দূষিত জলে অতিষ্ঠিত ১৩-১৪-১৫-১৬ ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। কংগ্রেসের আরও দাবি পৌরবোর্ড না থাকায় নাগরিকরা বাড়ির প্ল্যান অনুমোদন করতে পারছে না। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কাজ থমকে। প্রায় ১৫ দফা দাবি নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব সুদর্শন মান্না সরব হন।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদের দাবি রাজ্য সরকার পৌর নির্বাচন করুক যদি নির্বাচন না করে তাহলে তারা নির্বাচনের দাবিতে প্রতিনিয়ত হলদিয়া পৌরসভার সামনেই আন্দোলন করবেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদ ডঃ লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ, প্রাক্তন কাউন্সিলর অশোক পট্টনায়ক,
অভিমুন্য মন্ডল সহ অনেকেই।

কিউআর কোডে জানা যাবে গঙ্গাসাগর মেলার খুঁটিনাটি

নকীব উদ্দিন গাজী ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪কে সামনে রেখে শুক্রবার দিন গঙ্গাসাগরের সার্কিট হাউজের একটি উচ্চপর্যায়ে বৈঠক করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক। গঙ্গাসাগর মেলাতে সুষ্ঠু ও সার্বিকভাবে করার জন্য প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলাশাসক। এই দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কটেশ্বর রাও, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, সহসভাধিপতি সীমান্ত মালি সহ অন্যান্যরা। মূলত গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে সুষ্ঠ ও সার্বিকভাবে করার জন্য এবছর পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন, সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট দমকল ডিপার্টমেন্ট সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকেরা। মূলত প্রত্যেক বছরই অত্যাধিক কুয়াশার কারণে যাত্রীদের দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করতে হয়। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখেই এ বছর অত্যাধুনিক আলোর ব্যবস্থা সহ আন্টি ফগ লাইট এর বেবস্থা রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য এবারে কচুবেড়িয়া থেকে সিবিচ পর্যন্ত ছ নম্বর একটি নতুন রাস্তা এক্সটেনশন করা হচ্ছে যাতে পূর্ণ্যার্থীদের কোনোভাবে অসুবিধা না হয়। অন্যদিকে প্রত্যেক বছরের মতো নির্বাচন ইস্নান এই দর্শন থেকে শুরু করে গোটা মেলা পরিচালনা করা হবে মেগা কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে। অন্যদিকে এবছরের মেলায় ডিজিটালাইজেশন এর উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। যেখানে জিপিআরএস ট্র্যাকিং থেকে শুরু করে কিউআর কোড মাধ্যমে গোটা মেলা সম্পর্কে জানতে পারবে তীর্থযাত্রীরা। অ্যান্টি ফগ লাইটের মাধ্যমে ভেসেল চলাচলের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জিপিআরএস ট্রেকিং এর মাধ্যমে ভেসেল থেকে পরিবহন ব্যবস্থায় জোর দিচ্ছে জেলা প্রশাসন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অকাল বৃষ্টিতে মাথায় হাত আলু চাষিদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মাথায় হাত আলু চাষীদের অকাল বৃষ্টি জেরে নাজেহাল কৃষকেরা। অগ্রহায়ণে অকাল বৃষ্টির ফলে মাথায় হাত মালদহের আলু চাষীদের। টানা একদিনের হালকা বৃষ্টির ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক এবং মহিষবাথানি এই দুটি অঞ্চলে কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে আলু উৎপাদন হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে ধান জমি থেকে তোলার কাজ শেষ হয়েছে, আলুর বীজ বপন করার সময় তবে অকাল বৃষ্টির ফলে ঘুম কেড়েছে কৃষকদের। মাথায় হাত, কারণ ব্যাংক থেকে কৃষি লোন নিয়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন পুরাতন মালদার আলু চাষীরা। অকাল বৃষ্টির ফলে অধিকাংশ আলুর বীজ মাটিতে পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কুরে কুরে খাচ্ছে কৃষকদের মনে।
যদিও কৃষকদের একাংশের দাবী, এখনো পর্যন্ত কৃষি দপ্তর বা প্রশাসন থেকে কেউ আসেননি। কারণ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আলু চাষ করেছি আর এখন যদি পৌঁছে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে লোন শোধ করব কিভাবে। আমাদের সরকারের কাছে আর্জি ব্যাংকের লোন যেন মকুব করা হয়।

পরিকাঠামোর অভাবেই শিশুমৃত্যু: এসডিপিআই

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক দিনেই ১০ টি শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবারও কাটগড়াই রাজ্য সরকার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেও অসংখ্যবার চিকিৎসার গাফিলতির কারণে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে আসলেও সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই রকম ঘটনার পিছনে চিকিৎসার গাফিলতি ও হাসপাতালের পরিকাঠামো দায়ী তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করার দাবি জানালেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সহ সভাপতি মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার দুরাবস্থা আবারও চোখে আঙ্গুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ। সেখানে

মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে বুধবার রাত ১২টা-এই ২৪ ঘন্টায় ১০ শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। চিকিৎসার ত্রুটি বা ঘাটতির কথা তেমনভাবে স্বীকার না করে কর্তৃপক্ষ সাফাই দেবার চেষ্টা করছেন এটা নিন্দনীয়। এই মনোভাব আমাদের চিকিৎসা ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য প্রতিবন্ধক। কর্তৃপক্ষের স্বীকার করা ভাল-উপযুক্ত পরিকাঠামো ও চিকিৎসার অভাবেই এভাবে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এটা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থারই শুধু নয় সরকারি ব্যবস্থারও ব্যর্থতা। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারার দাবি জানান।

কানাশোল-সিরিশবনি যাওয়ার রাস্তার বেহাল

খাতুন ● ব

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের অন্তর্গত কানাশোল থেকে সিরিশবনি যাওয়ার দীর্ঘ ৪ কিলোমিটার রাস্তাটির বেহাল অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে। প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার মোরাম উঠে গিয়ে কোথাও কোথাও আবার মাটি দেখা যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত প্রায় আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষের। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ এই রাস্তা দিয়েই প্রত্যেকদিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়, পড়তে হয় নানান সমস্যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষরা জানাচ্ছেন বারবার প্রশাসনকে জানিও কোন সুরাহা হয়নি। ভোট আসে ভোট যায়, প্রতিশ্রুতি মুখেই থেকে যায়! বাস্তবে তার রূপায়ণ কোনভাবেই হয়নি। টোটো চালক দেবু রানা জানান, এটাই আমাদের মূল রাস্তা। এদিক দিয়েই প্রত্যহ যাতায়াত করতে হয় যাত্রীদের নিয়ে। কোথাও কোথাও আবার টোটো উল্টে যাওয়ারও ভয় রয়েছে। এলাকাবাসী বিশ্বনাথ আড়ি জানান, বাজার যেতে গেলেও আমাদেরকে খুব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শুধু এটা নয়, গ্রামের ভেতরে যাতায়াত করতেও অসুবিধা হয়। গ্রামবাসী পারুলা আড়ি জানান, খুবই অসুবিধা হয় রাস্তায় যাতায়াত করতে। কোন ডেলিভারি পেসেন্টকে নিয়ে যেতে খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়। ছেলে মেয়েদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয় বলেও জানান তিনি। বিজেপির মন্ডল সভাপতি রঙ্গলাল বটব্যাল বলেন দীর্ঘ ১১ বছর ধরে এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই সরকার এক গাড়ি মোরাম পর্যন্তও দিচ্ছে না রাস্তায়। বাম আমলের দেওয়া মরাম উঠে মাটি বেরিয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পর ২৬ শে সরকার গঠন করলে আমরা রাস্তাঘাট ভালো তৈরি করব। তবে অঞ্চলের প্রধান উৎপল অধিকারী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে আমিও দেখেছি। তবে এগুলো তো অনেক বড় রাস্তা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে করা অসম্ভব। আমি সবে নতুন এসেছি! জেলা পরিষদকে বিষয়টা জানিয়েছি, ওনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন খুব শীঘ্রই রাস্তায় মেরামত করা হবে।

গ্রাম সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গি পঞ্চায়েতের গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার দুপুরে পঞ্চায়েত প্রাঙ্গনে। এদিন পঞ্চায়েত প্রধান সামিন আহমেদ রেন্টু জানান আগামীতে কি ভাবে অঞ্চলের উন্নয়ন করা হবে তার বাজেট পেস ও গত বছরের আয় ব্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন।তিনি আরও বলেন এলাকার একশো জন দুঃস্থ অসহায় মানুষ দের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হলো আগামীতে আরও বেশি কম্বল দেওয়া হবে।পঞ্চায়েত সচিত আয় ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন।
বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গ্রাম সভার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের কাজ করা হয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উন্নয়ন করেচলেছেন সেই উন্নয়কে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে আমাদের সকলকে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম বলে,ন সরকার কোনো প্রকল্প করলে সেই প্রকল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এদিনের গ্রাম সভায় উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গির ওসি কৌশিক পাল,জলঙ্গির উপ প্রধান মিতা মন্ডল,ঘোষপাড়া প্রধান ফিরোজ আলী, ফরিদপুর প্রধান সাকিলা বেগম, বিশিষ্ট সমাজসেবী জিয়াবুল শেখ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।এদিনের গ্রাম সভার মাধ্যমে কম্বল পেয়ে খুশি এলাকার অসহায় মানুষরা।

১১৭ জাতীয় সড়কের বিকল্প হিসেবে বাইপাস রাস্তার আনুষ্ঠানিক সূচনা

ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● কুলপি

আপনজন: সারা রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে এবারে নামছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শনি ও রবিবার এই দুই দিন ধরে প্রতিবাদ মিছিল চলবে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা আবার অন্যদিকে আদিবাসীদের অবমাননা- জোড়া ইস্যুতে প্রতিবাদ শুরু হয়েছি রাজ্য জুড়ে। তারি পাশাপাশি ১০০ দিনের মজুরির টাকা ও আবাস যোজনার পাওনা টাকার দাবিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা পালন করল কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে ব্লকে মিছিল করে প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলপি ব্লকের অন্তর্গত বেলপুকুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহৎ আকারে প্রতিবাদ সভা করা হয়। তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় বেলপুকুর অঞ্চলে রাস্তা তৈরীর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা করা হয়। মমতা ব্যানার্জির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ভগবানপুর মোড় থেকে কাকদ্বীপ ঈশ্বরপুর বাস্ট স্টপেজ পর্যন্ত কংক্রিট এর রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এই রাস্তা ভগবানপুর এলাকা থেকে গাজীরমহল হয়ে নিশ্চিন্তপুর নমিনিরঠেক পর্যন্ত রাস্তাটি পিচের তৈরি করা হবে এমনটি জানানো হয়েছে।সেই কারণে আজ বেলপুকুর ভগবানপুর এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তা তৈরীর শুভ সূচনা অনুষ্ঠান করা হয়।এই বাইপাস রাস্তাটি তৈরি হলে জাতীয় সড়কের উপর অনবরত ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার হাত থেকে বহু মানুষ বাঁচতে পারবে। পাশাপাশি যাতায়াতের জনসংযোগ বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার,কুলপি ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আসিক ইকবাল প্রমুখ।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

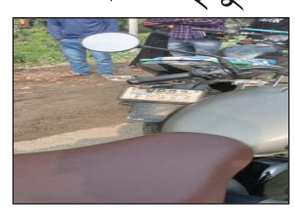

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ডাম্পার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক শিশুর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুরগামী ৩১ নং জাতীয় সড়কে কাবুয়ারোড এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত শিশুর নাম আয়েশা খাতুন(৫)।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামে।তবে কর্মসূত্রে তুলসীহাটাতে আয়েশার পরিবার থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন বাবা সরিফুল হক তুলসীহাটা থেকে মেয়েকে বাইকে করে নতুন আধার কার্ড করার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরে যাচ্ছিলেন। কাবুয়া রোড এলাকায় একটি ডাম্পার গাড়ি বাইকটির পিছনে ধাক্কা মারলে বাবা ও মেয়ে রাস্তার মধ্যে ছিটকে পড়ে যায়। ডাম্পারের গাড়ির একটি চাকা ওই শিশুটির পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। তবে পরিবারের লোকেরা পুর্নিয়া নিয়ে যাওয়ার পথে শিশুটি মারা যায় বলে খবর।

পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে বামেদের ইনসাফ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ইনসাফ যাত্রা আজ দ্বিতীয় দিন।সকালে তমলুকের রাধামনি থেকে হয়ে জাতীয় রোড ধরে নিমতৌড়ি মোড়,কুলবেড়িয়া , হাসপাতাল মোড়,তমলুক শহর দুপুরে ডিমারী সহ এলাকায় পথপরিক্রমা করে সন্ধ্যায় মেচেদার বিশাল সমাবেশে ইনসাফ যাত্রা এসে মিলে যায়। মেচেদার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন-- ইব্রাহিম আলী,তাপস সিনহা,যতিন মহন্তী, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, ফিরদৌস সামীম, মিনাক্ষী মুখার্জি। সভাপতিত্ব করেন সুকুমার মইশাল। ৯ই ডিসেম্বর-- সকালে মেচেদা থেকে কোলাঘাট হয়ে হাওড়া জেলায় পৌছাবে ।
আজ ৩৬ দিনে ইনসাফ যাত্রা চলছে।এই ইনসাফ যাত্রায় উপস্থিত যুব সংগঠনের সর্বভারতীয় প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তাপস সিনহা, বর্তমান সর্বভারতীয় যুব সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য, বাংলার যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি, ধ্রুব জ্যোতি সাহা, উড়িষ্যার যুব নেতা যতীন মহন্তী, -গণ আন্দোলনের নেতা নিরঞ্জন সিহি, হিমাংশু দাস, যুব নেতা ইব্রাহিম আলী প্রমুখ।

বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ গলসির ধান চাষিরা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: নিম্নচাপের অকালবৃষ্টিতে পাকা ধানে মই। ক্ষতিগ্রস্থ রাজের বিভিন্ন জেলা। একই সাথে ক্ষতির মুখে পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ ও ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ কৃষি জমি। আর এর জেরেই চিন্তায় পরেছেন বেশিরভাগ চাষি। গলসি ১ নং ও ২ নং ব্লকের অধিকাংশ মৌজায় মাঠে এখনও জমে রয়েছে জল। বহু জমিতে পাকা ধানের শীষ নুইয়ে পরেছে। এমন চিত্র দেখে হতাশ চাষিরা। এদিকে জমিতে জল জমার জন্য সরিষা, সবজি, আলু ও পেঁয়াজ ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। জানা গেছে, মাঠের ধান পাকতে শুরু করায় গলসির দুটি ব্লকের বিভিন্ন মৌজায় ধান কাটার কাজ শুরু করেছেন চাষিরা। আর কাটা শুরুতেই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়ে গেছে ধান জমি। এমনকি মাঠে কাঁটা ধানের শীষ জলের নিচে ডুবে রয়েছে। ফলে ওই ধানে অঙ্কুর হবার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। এমন অবস্থা দেখে বেশ চিন্তায় পড়েছেন এলাকার হাজার হাজার চাষি। স্থানীয় চাষী গিয়াস চৌধুরী, গুলজার সেখ, বাপ্পা ঘোষরা

জানিয়েছেন, তারা ব্যাংকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। ফলন মোটামুটি ভালই ছিল। সেই মতো ধানও কাটা শুরু করেছিলেন তারা। তবে আচমকা নিম্নচাপের বৃষ্টিতে তাদের মতো বহু চাষি ক্ষতি মুখে পরেছেন। এমন অবস্থায় তারা সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। চাষি আনিসুর মল্লিকের দাবি, ধান কাটার সময় আবহাওয়া ভালো ছিল। তাই তিনি ধান কাটা শুরু করছেন। এখন সাত বিঘা জমির ধান মাঠে কাটা আছে।
দুইদিন বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে জল জমে গেছে। ফলে কয়েক বিঘা জমির কাটা ধান জলে ডুবে আছে। ধানের শীষের উপরে জল পড়ায় তা ভারী হয়ে নুইয়ে পড়েছে জমিতে। ফলে বেশিরভাগ জমির ধান ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তার মতো অসংখ্য চাষি।

দীননাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ভূমিপুত্র দীননাথ গোলদারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সমাজের নির্যাস।' এদিন বিকেলে কলকাতার সূর্যসেন স্ট্রীটের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে এক অনুষ্ঠানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন শিবব্রত মৈত্র।
দীননাথ গোলদার ছাড়াও আরও কয়েকজনের কাব্যগ্রন্থ এদিন প্রকাশ পায়। পেশায় শিক্ষক দীননাথ গোলদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ গ্রন্থটি হল "সাতটা চোদ্দোর নামখানা লোকাল।"
দীননাথ গোলদার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ সকাশ সম্পর্কে আজনজন প্রতিনিধিকে ফোনে বলেন, আমি অভিভূত। আমার কাব্যগ্রন্থ টি পাঠক মনে দাগ কাটলে আমি কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা পাবো।

শুরু সোনারপুর বইমেলা

পার্থ কুশারী ● সোনারপুর

আপনজন: ৩৪ তম সোনারপুর বইমেলার উদ্বোধন করলেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনারপুর রেল কোয়াটার পার্কের মাঠে এবছরের সোনারপুর বইমেলা শুরু হলো। চলবে আগামী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশকরা এবারেও সোনারপুর বইমেলায় অংশ নিয়েছেন। প্রায় শতাধিক স্টল রয়েছে। সঙ্গে লিটিল ম্যাগাজিন প্যাভেলিয়ান, বিজ্ঞান পার্ক, বিনোদন পার্ক, হস্তশিল্প পার্ক, ফুড পার্কও হয়েছে। শুধু তাই নয়, এবারেও বইমেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগীতার আয়োজন করা

হয়েছে। এবারে সোনারপুর বইমেলার থিম 'জলপাইগুড়ি' জেলা। ওই জেলার সংস্কৃতিকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে এই জেলাতে। বইমেলা প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক সত্যব্রত পাল জানান, রাজ্যের এক একটি জেলাকে থিম হিসাবে তুলে এনে সোনারপুর বইমেলা ইতিহাস তৈরী করেছে। রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলাকেই বইমেলার থিম করা হয়েছে।

পাকা ধানের ক্ষতি বীরভূমে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: গভীর নিম্নচাপে যেভাবে দিনভর বৃষ্টিপাত হয়েছে সে জন্য বীরভূম জেলায় বোলপুর মহকুমার অন্তর্গত ধান চাষের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে। শুধু ধান চাষী নয় পাশাপাশি সবজি চাষেও বিপুল পরিমাণে ক্ষতি। এই বৃষ্টিপাতের আগে যে সমস্ত জমিতে পাকা ধান কাটা ছিল সেইগুলো এখনো পর্যন্ত জলের তলায় ডুবে রয়েছে ।পড়ে রয়েছে কাটা ধান তাতে করে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এমনটাই জানাচ্ছেন চাষিরা।

উত্তপ্ত হয়ে উঠল সুতি

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পুরনো বিবাদ কে কেন্দ্র করে এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার কাশিমনগর এলাকা। ইট পাটকেলের পাশাপাশি চলে ব্যপক বোমাবাজি এবং গুলি চালানোরও অভিযোগ ওঠে। শুক্রবার সকাল থেকে ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা

সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। বোমাবাজি এবং গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে স্থানীয় দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে।

ব্রাজিলের ফুটবল প্রধানকে সরিয়ে দিয়েছে আদালত, নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: আদালতের নির্দেশে গতকাল ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতি পদ থেকে এদনালদো রদ্রিগেজকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য একজন প্রশাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন রদ্রিগেজ। ফিফা আইন অনুযায়ী, সদস্য অ্যাসোসিয়েশনে বাইরের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। এ কারণে রদ্রিগেজকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সিবিএফ আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে।

রদ্রিগেজ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ইতিহাসে সিবিএফের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সভাপতি। ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিতে কার্লো আনচেলত্তিকে রাজি করানোর পেছনে মুখ্য ভূমিকা ছিল তাঁর। এখন রদ্রিগেজের প্রস্থানের মধ্য দিয়ে আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব নেওয়াও অনিশ্চয়তায় পড়ে যেতে পারে।

এএফপি জানিয়েছে, রিও ডি জেনিরোর একটি বিচারিক আদালত বলেছেন, ২০২২ সালে সিবিএফ ও রিও ডি জেনিরোর কৌঁসুলিদের মধ্যে যে চুক্তির ভিত্তিতে রদ্রিগেজ সভাপতির দায়িত্ব নেন, সেটি বৈধ ছিল না। কৌঁসুলিরা তাঁদের ক্ষমতার সীমানা ডিঙিয়ে এ চুক্তি করেছিলেন—এমনটাই বলেছেন আদালত। তিন সদস্যের আদালত আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সিবিএফকে নতুন সভাপতি নির্বাচন দিতে বলেছেন। এই অন্তর্বর্তীকালে সিবিএফের প্রধান প্রশাসক হিসেবে ব্রাজিলের সুপিরিয়র কোর্ট অব স্পোর্টস জাস্টিসের (এসটিজেডি) প্রেসিডেন্ট জোসে পেরেদিসকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৭ সালে। সে বছর ব্রাজিলে শীর্ষ লিগের ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করেই নির্বাচনী বিধিমালা পাল্টায় সিবিএফ। এতে শীর্ষ লিগে ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিদের ভোটের শক্তি কমে যায়। পরের বছর নির্বাচনে সিবিএফ সভাপতি হন রোজেরিও কাবোকো। কিন্তু যৌন হয়রানির অভিযোগে ২০২১ সালে দায়িত্ব ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। তখন অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে সিবিএফ সভাপতি হন এদনালদো রদ্রিগেজ। এক বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে যেতে চুক্তিবদ্ধ হন। নিয়ম বদলানোয় রিওর আদালত কাবোকোর সেই নির্বাচন বাতিল করে দেয়। একই পথ ধরে দায়িত্ব নেওয়ায় রদ্রিগেজের দায়িত্ব পালন করাও বৈধ নয় বলে রায় দিয়েছেন আদালত। সিবিএফ এ মুহূর্তে মোটেই ভালো সময় পার করছে না। মাঠে ভালো করতে পারছে না ব্রাজিল জাতীয় দল। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টানা তিন ম্যাচ হেরেছে ব্রাজিল। জাতীয় দলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে সিবিএফ। রদ্রিগেজের সরে যাওয়ার ব্যাপারে সিবিএফের কাছে মন্তব্য চেয়ে পায়নি বার্তা সংস্থা এএফপি। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আপিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিবিএফ। ব্রাজিলীয় ফুটবলে এমনিতেই দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ কম নেই। সিবিএফের বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ আছে। ফিফা একটি চিঠিতে সিবিএফকে জানিয়েছে, বোর্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া গেলে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে।

‘গায়ের রং বা ধর্মের কারণে কি কেউ কম গুরুত্বপূর্ণ’– গাজা প্রসঙ্গে খাজার প্রশ্ন

আপনজন ডেস্ক: গায়ের রং বা ধর্মের কারণে কেউ কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েন কি না, গাজায় ইসরায়েলের হামলা প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন তুলেছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার উসমান খাজা। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করে এসব কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ান এ ব্যাটসম্যান।

খাজা যে ভিডিও শেয়ার করেছেন, তাতে কথা বলতে দেখা যায় ইউনিসেফের বৈশ্বিক মুখপাত্র জেমস এল্ডারকে। গাজা ছেড়ে যাওয়া কয়েকটি পরিবারকে পেছনে রেখে এল্ডার বলেন, ‘আমি যখন ইউক্রেনে ছিলাম, এ রকম অনেক পরিবার পালাতে বাধ্য হয়েছিল। বিশ্ব হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাদের জন্য। এখন বুঝতে পারছি না কেন বিশ্ব চোখ বন্ধ করে আছে।’

খাজা সেই ভিডিওর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘দারুণ একটা প্রশ্ন। লোকের কি এখন নিরীহ মানুষ হত্যার ব্যাপারে কিছু যায় আসে না, নাকি তাদের গায়ের রঙের কারণে তারা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে; নাকি তারা যে ধর্মের অনুসারী সে কারণে?’

এরপর খাজা বলেছেন, ‘যদি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করে

থাকেন, “আমরা সবাই সমান”, তাহলে এ ব্যাপারগুলো অপ্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত নয়।’ সঙ্গে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ‘গাজা’, ‘মানবতা’, ‘সাম্য’, ‘সব জীবনেরই মূল্য আছে’—এ শব্দগুলো লেখেন তিনি।

শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ রিজওয়ান। গত ১০ অক্টোবর বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের জয়ের পর রিজওয়ান এক্সে লেখেন, ‘এটা (জয়) গাজায় আমাদের ভাইবোনদের জন্য।’

ফিলিস্তিনের প্রতি পরে সংহতি জানান তখনকার পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমও।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার জবাবে সেদিন থেকে গাজা উপত্যকায় হামলা শুরু করে তারা। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সর্বশেষ গত বুধবার ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের হামলায় চারজন মারা গেছেন, যাঁদের মধ্যে দুজন কিশোর। ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর এ অঞ্চলে অন্তত ২৬৩ জন মারা গেছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রশাসন, যেটি গত বছর ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণে ইসরায়েলে প্রায় ১২০০ জন মারা যান, যাঁদের বেশির ভাগ সাধারণ নাগরিক। ইসরায়েলের দাবি, সে সময় ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়। এর জবাবে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় মারা যান প্রায় ১৭ হাজার ২০০ মানুষ। হামাসের দাবি, নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

ব্যাট হাতে আইরিশ খেলোয়াড়কে মারতে গিয়ে বিতর্কে সিকান্দার রাজা

আপনজন ডেস্ক: দুই ছোট দলের জমজমাট লড়াই বলতে যা বোঝায়, গত রাতে তেমনি এক ম্যাচ হয়েছে। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার ফ্লাডলাইটের আলোয় হওয়া ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ১ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। হারারেতে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে আইরিশদের দেওয়া ১৪৮ রানের লক্ষ্য শেষ বলে ছুঁয়েছে জিম্বাবুইয়ানরা।

ইদানীং জিম্বাবুয়ের জয়ের ম্যাচই যেন ব্যাটে-বলে অধিনায়ক সিকান্দার রাজার দাপট। গত রাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ৩ উইকেট নেওয়ার পর করেছেন ৪২ বলে ৬৫ রান। অবধারিতভাবে ম্যাচসেরার পুরস্কার তাঁর হাতেই উঠেছে। ২০২৩ সালে এ নিয়ে নবমবার ম্যাচসেরা হলেন রাজা, যা এ বছর সব সংস্করণ মিলিয়ে কোনো খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে বেশি।

এমন নাটকীয় ম্যাচে একটি বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছেন রাজা। ৩৭ বছর বয়সী অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে আয়ারল্যান্ডের কার্টিস ক্যাম্ফারকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে।

ঘটনার সূত্রপাত জিম্বাবুয়ের ইনিংসের ১৪তম ওভারে। রাজার সঙ্গে তখন ক্রিজে ছিলেন অভিষিক্ত ব্রায়ান বেনেট, বোলিংয়ে জশ লিটল। ওই ওভারে রাজাকে

বারবার স্লেজিং করে তাঁর মনোসংযোগ নষ্টের চেষ্টা করছিলেন লিটল। প্রথম চার বল পর্যন্ত চুপচাপই ছিলেন রাজা। কিন্তু পঞ্চম বলে সিঙ্গেল নেওয়ার পথে লিটল মাঝে এসে দাঁড়ালে রেগে যান রাজা। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়।

এ সময় সতীর্থ লিটলের হয়ে রাজার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে ছুটে আসেন ক্যাম্ফার। এতেই মেজাজ হারিয়ে ব্যাট হাতে ক্যাম্ফারের দিকে তেড়ে যান জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক। তাঁকে থামাতে ছুটে আসতে হয় দুই অনফিল্ড আম্পায়ার ফরস্টার মুটিজওয়া ও আইনো চাবিকে। এ সময় বেশ কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিংও। দুই অধিনায়ক আলোচনার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে আবার খেলা শুরু হয়।

এ ঘটনায় আইসিসির পক্ষ থেকে এখনো কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। আম্পায়ার মুটিজওয়া ও চাবি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে কোনো অভিযোগ করেছেন কি না, সেটাও জানা যায়নি।

তবে ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে এসে রাজাকে ওই ঘটনা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘মাঠে যা ঘটে গেছে, সেটা মাঠেই শেষ করেছি। আমি ক্রিকেটীয় চেতনা ঠিক রেখেই খেলেছি।’

আলেক্সিস গোমেজ এর একমাত্র গোলে গোকুলাম কেরালার সাথে ১-১ ড্র মহামেডান-এর।

গম্ভীরের সমালোচনা করে ভিডিও, আইনি নোটিশ পেলেন শ্রীশান্ত

আপনজন ডেস্ক: লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগে (এলএলসি) বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের দুই সাবেক ক্রিকেটার এস শ্রীশান্ত ও গৌতম গম্ভীর। সাবেক পেসার শ্রীশান্ত দাবি করেন, গত বুধবার ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস ও গুজরাট জায়ান্টসের মধ্যে এলিমিনেটর ম্যাচে গম্ভীর তাঁকে ‘ফিক্সার’ বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে একাধিক ভিডিও-ও পোস্ট করেন তিনি।

এবার লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগের (এলএলসি) কমিশনার শ্রীশান্তকে আইনি নোটিশ দিয়েছেন।

ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’ জানিয়েছে, এই আইনি নোটিশে বলা হয়েছে সাবেকদের নিয়ে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি খেলার সময় শ্রীশান্ত চুক্তির ধারা ভেঙেছেন।

গম্ভীরের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার পর ভারতের সাবেক ওপেনারের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ভিডিও ছেড়েছেন শ্রীশান্ত। সেসব ভিডিও তুলে নিলেই কেবল শ্রীশান্তের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসা সম্ভব বলে জানিয়েছে এলএলসি।

সে ম্যাচের আম্পায়াররাও শ্রীশান্ত-গম্ভীরের বাগ্‌বিতণ্ডা নিয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে গম্ভীর শ্রীশান্তকে ‘ফিক্সার’ বলেছেন, এমন কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। এর আগে শ্রীশান্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গম্ভীরের সমালোচনা করে পোস্ট করা ভিডিওতে দাবি করেন, গম্ভীর তাঁর সঙ্গে অকথ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, ‘মিস্টার ফাইটারের (গম্ভীর) সঙ্গে কী ঘটেছে, সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাই। তিনি কোনো কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে লড়াই করেন। এমনকি তিনি তাঁর সতীর্থ সিনিয়র খেলোয়াড়, বীরু ভাই (শেবাগ) থেকে আরও অনেককেই সম্মান করেন না। আজ (বুধবার) ঠিক সেটাই ঘটেছে। তিনি আমাকে ধারাবাহিকভাবে বাজে কথা বলে গেছেন, যেটা ছিল খুবই রূঢ় এবং এমন কিছু গৌতম গম্ভীরের বলা উচিত হয়নি।’

গম্ভীর অবশ্য সরাসরি কিছু বলেননি। ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ওপেনার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটু রহস্য রেখে লিখেছেন, ‘বিশ্ব যখন মনোযোগ চাইছে, তখন হাসতে থাক।’

এদিকে শ্রীশান্তের স্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘শ্রীর (শ্রীশান্ত) কাছ থেকে শুনে চমকে গেলাম, একজন খেলোয়াড়, যিনি কি না ভারতের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন, তিনি এই পর্যায়ে নেমে এসেছেন। সেটাও অবসর নেওয়ার দীর্ঘদিন পর। মাঠে এমন কিছু দেখার পর বোঝা যায়, কে কীভাবে বেড়ে উঠেছে। জঘন্য, সত্যিই জঘন্য।’

এলএলসি এর আগে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে এবং আচরণবিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, ‘বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা ঘটনাটির মাধ্যমে আচরণবিধি ভাঙা হয়েছে। যাঁরা এটা ভেঙেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লিগের আচরণবিধি এবং নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে নিয়মগুলো পরিষ্কারভাবে বলা আছে।’

২০১৩ সালে আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের তিন খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, শ্রীশান্ত তাঁদের একজন। ২০১৯ সালে এসে সুপ্রিম কোর্ট শ্রীশান্তের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন। ফলে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সাত বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়।

ভারতের হয়ে একসঙ্গে ৪৯টি ম্যাচ খেলেছেন শ্রীশান্ত ও গম্ভীর। দুজনই ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য।

এমবাপ্পের জন্য রিয়ালের ‘শেষ চেষ্টা’

আপনজ ডেস্ক: গুঞ্জনটা মিইয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে কিলিয়ান এমবাপ্পের রিয়াল মাদ্রিদ গমনের সম্ভাবনা নিয়ে তেমন কোনো খবর নেই। তবে কি হাল ছেড়ে দিয়েছে লস ব্লাঙ্কোরা? তা কিন্তু নয়। এখনো ফরাসি ফরোয়ার্ডকে ভেড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত আছে গ্যালাটিকোদের। স্প্যানিশ দৈনিক দিয়ারিও এএস জানিয়েছে, জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) তারকা এমবাপ্পেকে ভেড়ানোর শেষ চেষ্টাটি করবে রিয়াল। ২০১৭ সালে মোনাকোর ফরোয়ার্ড এমবাপ্পেকে দলে ভেড়ানোর লড়াইয়ে নামে রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজি। লস ব্লাঙ্কোদের পরাস্ত করে ফরাসি স্টারকে বাগিয়ে নেয় প্যারিসের ক্লাবটি। এরপর প্রায় প্রত্যেক ট্রান্সফার উইন্ডোতে এমবাপ্পেকে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছে রিয়াল। ২০২১-২২ মৌসুমে দফায় দফায় বিশাল অর্থ প্রস্তাব দিয়েও লা প্যারিসিয়ানদের মন গলাতে পারেনি লা লিগার ক্লাবটি। অবশেষে ২০২২ সালে ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাওয়া এমবাপ্পেকে দলে টানার সুবর্ণ সুযোগ আসে রিয়ালের। গণমাধ্যমের খবর, প্রিয় ক্লাবে যেতে ফরাসি স্টার নাকি মৌখিক চুক্তিও সেরে ফেলেছিলেন।

তবে শেষ মুহূর্তে পিএসজির লোভনীয় প্রস্তাবে মন বদলে ফেলেন এমবাপ্পে। পিএসজির সঙ্গে তিন বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করেন তিনি। নতুন চুক্তি করার পরও শোনা গিয়েছে এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার ইচ্ছার কথা। এএসের বরাত দিয়ে গোলডটকমের প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ভেড়ানোর আরো একটি চেষ্টা চালাবে রিয়াল মাদ্রিদ।

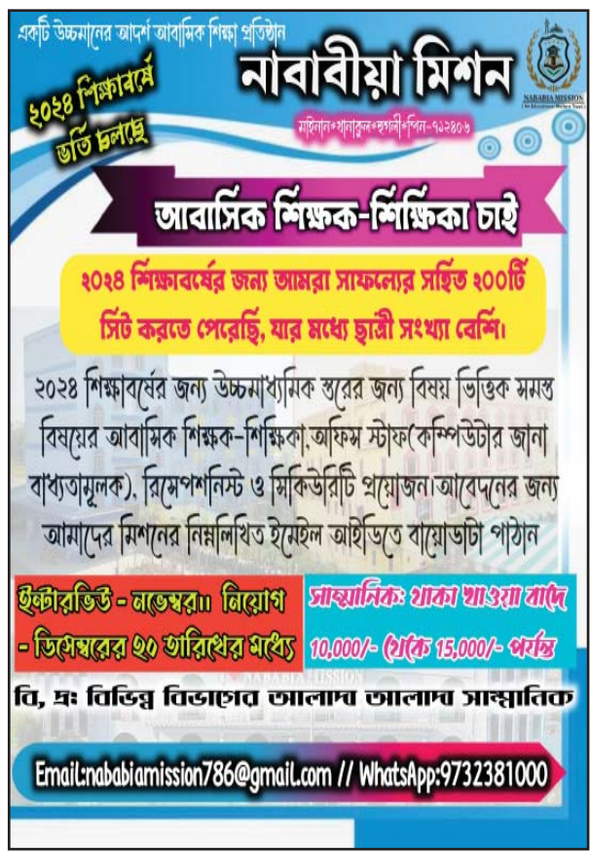

কোপা আমেরিকা

গ্রুপ অফ ডেথে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কারা?

আপনজ ডেস্ক: ২০১৫ ও ২০১৬, কোপা আমেরিকায় টানা দুই আসরে চিলির বিপক্ষে ফাইনালের হারের তেতো স্বাদ পায় আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকার এই টুর্নামেন্টের আসন্ন আসরে এবার চিলিকে গ্রুপ পর্বে পাবে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসিদের চীরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকেও গ্রুপ পর্বে দিতে হবে বড় পরীক্ষা।

আগামী বছর কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর মাঠে গড়াবে যুক্তরাষ্ট্রে। তার আগে গতকাল টুর্নামেন্টটির ড্র অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে গ্রুপ ‘এ’তে সর্বশেষ আসরের কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা পেয়েছে পেরু ও চিলিকে। এছাড়া গ্রুপের আরেকটি দল হতে পারে প্লে অফ খেলে আসা প্লে অফ খেলে কানাডা অথবা ত্রিনদাদ এন্ড টোবাগো।

অন্যদিকে গতবার আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনাল হারা ব্রাজিল তুলনামূলক কঠিন গ্রুপেই পড়েছে। গ্রুপ ‘ডি’তে কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে ৯ বারের কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়নরা। গ্রুপে তাদের অন্য প্রতিপক্ষ হবে কনকাকাফ অঞ্চল থেকে প্লে অফ খেলে আসা হন্ডুরাস অথবা কোস্তারিকা।

স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র আছে গ্রুপ ‘সি’তে। সেখানে অন্য তিন দল হলো ১৫বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে, বলিভিয়া ও পানামা। আর মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা ও জামাইকাকে নিয়ে গঠিত হয়েছে গ্রুপ ‘বি’।

আগামী বছরের ২০শে জুন পর্দা উঠবে কোপা আমেরিকার আগামী আসরে। যেখানে উদ্বোধনী ম্যাচে যেখানে প্লে অফ উঠে আসা কানাডা বা ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর মুখোমুখি হবে উরুগুয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ১৪ই জুলায় ফাইনালের মধ্যে দিয়ে পর্দা নামবে এই টুর্নামেন্টের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**